Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আখেরাতে উন্নিত হওয়ার পথে যেই সমস্ত বাঁধা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

উম্মে হাবিবাহ

রোলঃ 216021393

৩১ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আখেরাতে উন্নিত হওয়ার পথে যেই সমস্ত বাঁধা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

উম্মে হাবিবাহ

রোলঃ 216021393

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ্ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "আখেরাতে উন্নিত হওয়ার পথে যেই সমস্ত বাঁধা" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে উম্মে হাবিবাহ, আইডিঃ 216021393 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " আখেরাতে উন্নিত হওয়ার পথে যেই সমস্ত বাঁধা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Ummey Habibah

(স্বাক্ষর)

উম্মে হাবিবাহ

আইডিঃ 216021393

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভুমিকা...7

আখিরাতে উন্নীত হওয়ার পথে বাঁধাসমুহ:..7

আখিরাতে উন্নীত হওয়ার পথে বাঁধা স্বরুপ সময়ের অপচয় 8

ইসলামের দৃষ্টিতে সময়জ্ঞান...9

আমাদের জীবনের দুটি অবস্থান(situation)..12

সময়ের প্রকারভেদ(classification)..15

অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নিআ'মাত(blessing)...20

সময়ের অপচয়ে কাফেরদেরকে আল্লাহর ভর্ৎসনা(criticism) 25

বিচার দিবসে প্রথম জিজ্ঞাসা (first question on the day of judgment)...................27

সময়ের সাথে মানুষের অবহেলার আচরণ(ignorant behaviour)...................................30

রাতের সময়কে মুল্যায়ন না করা (Night time)..41

খেদমত ও সাক্ষাতের নামে সময়ের অপচয়(serving and meeting)...............................41

সময়ের ব্যাপারে আমাদের দায়বদ্ধতা :(responsibility)..42

জীবনে ব্যর্থতার কারণ সময়ের অপচয়(failure in life)...44

সময় সংরক্ষণে সহযোগী বিষয়াবলী(preservation) 45

শীতের রাতের দীর্ঘতার প্রশংসা(winter night)...46

সময়ের হেফাজতে কৃত্রিমতা বর্জন(Avoid artificiality)...48

সময়ের সংরক্ষণে হস্তলিপির সৌন্দর্য্য 49

আল্লাহর জন্য ব্যয়িত সময়টুকুই আমাদের জীবনের মুলধন(Time for Creator)................50

দ্বীনি ইলম অর্জনে সময়কে কাজে লাগানো(Time with acquiring Islamic knowledge) 51

অলসতা ও বিরক্তি দূর করার উপায় 52
'পোমোডোরো'(The Pomodoro technique) 54
অবসর যেন বিবেক নিয়ন্ত্রিত হয়(leisure time) 55
সোস্যাল মিডিয়ার সময়কে কাজে লাগানো(Social media)..58
পরিবারের সাথে সময় কাটানো(Family timing) 60
কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সময় ব্যয়(Time management according to The Quran and Sunnah) 61
সময়ের অপচয়রোধে রাসুল ﷺ এর নির্দেশনা 64
সময়ের অপচয় রোধ করার আরো কিছু উপায় 64
সময়কে কর্মময় করতে সালাফগণের অত্যাগ্রহ..66
সময়ের মাধ্যমে উপকার ও শিক্ষালাভ 67
রোজা কর্মপ্রণালি পুনর্গঠনের উত্তম সুযোগ:...68
সফলতার জন্য পরিকল্পিত সময় ব্যবস্থাপনা 69
সময় ব্যবস্থাপনার আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক :..73
সময়কে যথাযথভাবে কাজে লাগানো :...75
সময় ব্যবস্থাপনা ও আমাদের করণীয় : 76
সময় ব্যবস্থাপনার কৌশল : 77
সময় ব্যবস্থাপনার উপকারিতা: 81
পরিশিষ্ট ও নাসিহাহ 82
Reference:...92

উৎসর্গ-

•ফিলিস্তিনি উম্মাহ

•যাদের কাছে স্মার্টফোনের স্ক্রিন থেকে বইয়ের পৃষ্ঠা বেশি প্রিয়

ভুমিকা

আল্লাহ তাআলা বলেন,

“জান্নাতে তাদের প্রত্যেকটি ইচ্ছা পূর্ণ হবে। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল।

(For them therein is whatever they wish, [while] abiding eternally. It is ever upon your Lord a promise [worthy to be] requested.)”

-(আল ফুরকান ২৫:১৬)

আখিরাতে উন্নীত হওয়ার পথে বাঁধাসমুহ:

অফুরন্ত প্রশান্তি জান্নাতে প্রবেশের যেমন অনেক উপায় বর্ণিত হয়েছে কুরআন-হাদিস এবং সুন্নাহে আলোকে, তেমনি কেন মানুষ সেই আখিরাতের শান্তির পথে উন্নীত হতে পারবেনা সে বিষয়েও ইসলাম আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা দিয়ে রেখেছে।

এমন কারণ সমুহের কিছু হল...

১. অমুসলিম(non believer)

২. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী

৩. গীবত ও পরনিন্দাকারী

৪. প্রতিবেশীর হক নষ্টকারী

৫. দাম্ভিক ব্যক্তি

৬. প্রতারক ও কৃপণব্যক্তি

৭.খোঁটা দেওয়া লোক

৮.ঘুষখোর

৯.মাতাপিতার অবাধ্য ও নেশায় আসক্ত

১০.অসদাচারী

১১.হারাম উপার্জনকারী ও ভক্ষণকারী

১২.সময়ের অপচয়কারী

আখিরাতে উন্নীত হওয়ার পথে বাঁধা স্বরুপ সময়ের অপচয়

সময়ের পরিচয়(preamble)

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ٢ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ٣ ِ

'সময়ের শপথ! অবশ্যই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তারা নয়, যারা ইমান আনে, সৎ কাজ করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয়, উপদেশ দেয় ধৈর্যধারণের।

-(সুরা আল-আসর: ১-৩)

'আল্লাহ তাআলা এখানে আসরের শপথ করেছেন। আসর হলো সময়। সময়ই হচ্ছে মুমিনের পুঁজি। মুমিনকে তার মুনাফা অর্জন করতে হবে এ সময়ের মাঝেই। সময়কে কাজে লাগিয়েই অর্জন করতে হবে নেক আমল। উন্নীত করতে হবে আখিরাত। সময় হচ্ছে মুমিনের সৌভাগ্যের নিদর্শন। কিন্তু দ্বীন থেকে যারা গাফেল থাকেন, সময় তাদের

জন্য কেবলই দুর্ভাগ্যের। এর মাঝে যথার্থ শিক্ষা রয়েছে বিবেকবানদের জন্য। আর দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য রয়েছে বিস্মিত হওয়ার উপাদান।''
-(হাশিয়াতু সালাসাতিল উসুল: ৭)

কুরআন-সুন্নাহ সময়ের গুরুত্ব, সময় থেকে উপকৃত হওয়ার উপায় উপস্থাপন করেছে আমাদের সকাশে। এক কথায় সময়ের প্রকৃত পরিচয় হচ্ছে, সময় আল্লাহ-প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটা নেয়ামত।

এ বিরাট নিয়ামতের বর্ণনায় আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

'তিনিই রাত ও দিন, সূর্য ও চাঁদকে তোমাদের উপকারে নিয়োজিত করেছেন। এবং তারকারাজিও তাঁরই নির্দেশের অধীন। বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।'
-(সুরা আন-নাহল: ১২)

ইসলামের দৃষ্টিতে সময়জ্ঞান

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার পাঠানো নবি-রসুলগণের মাধ্যমে আমাদের অনেক ধরনের জ্ঞানদান করেছেন। তন্মধ্যে সময়জ্ঞান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

“ তিনিই আল্লাহ, যিনি ঊর্ধ্বে স্থাপন করেছেন আসমানসমূহকে কোনো স্তম্ভ ছাড়া, তোমরা তা দেখছ। তারপর তিনি সমাসীন হলেন আরশের ওপর এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করলেন, প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট কাল মোতাবেক আবর্তন করে চলেছে। তিনিই নিয়ন্ত্রণ করেন যাবতীয় বিষয়, তিনিই বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন আয়াতসমূহ, যাতে তোমরা তোমাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করতে পার ।”

-(সূরা আর-রাদ ১৩:২)।

সময়, মুহূর্ত, দিন, রাত, ঘণ্টা, মাস, বছর নিয়ে রয়েছে ৩৬৫টি আয়াত; যা মিরাকেল অব কোরআন হিসেবে বিবেচিত। মহান আল্লাহ আমাদের দুটি সময়জ্ঞান দান করেছেন—একটি সূর্যের মাধ্যমে, অন্যটি চন্দ্রের মাধ্যমে। সূর্য বছর ৩৬৫ দিন তথা ১২ মাসে এক বছর। আর চন্দ্র বছর ৩৫৪ দিনে, কিন্তু ১২ মাসেই এক বছর। দুটি ক্যালেন্ডার মানুষের জন্য অতীব জরুরি। তাছাড়া বিভিন্ন সংস্কৃতি থেকে বিভিন্ন আঞ্চলিক ক্যালেন্ডার তৈরি হয়েছে। তবে সবার জন্য জরুরি হচ্ছে আল্লাহ পাকের নিদর্শন সূর্য ও চন্দ্র অনুসারে যেই পঞ্জিকা বা ক্যালেন্ডার রয়েছে তা অনুসরণ করা।

মহান আল্লাহ বলেন:

“তিনি এমন সত্তা, যিনি বানিয়েছেন সূর্যকে প্রচণ্ড দীপ্তিময় এবং চন্দ্রকে স্নিগ্ধ আলোকময় এবং নির্ধারিত করেছেন এর জন্য মনজিল, যাতে তোমরা জানতে পর বছরের গণনা ও হিসাব। আল্লাহ এসব নিরর্থক সৃষ্টি করেননি। তিনি বিস্তারিতভাবে বিবৃত করেন আয়াতসমূহ সেই সব লোকের জন্য, যারা জ্ঞান রাখে।”

-(সুরা ইউনুছ ১০:৫)

১২ মাসে এক বছর, তন্মধ্যে চারটি মাস মহাসম্মানিত।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

“নিশ্চয় মাসসমূহের সংখ্যা আল্লাহর কাছে ১২ মাস, সুনির্দিষ্ট রয়েছে আল্লাহর কিতাবে সেদিন থেকে, যেদিন তিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও জমিন, এর মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মপথ। সুতরাং এই মাসগুলোর ব্যাপারে তোমরা নিজেদের প্রতি জুলুম কোরো না।”

-(সুরা তওবাহ ৯:৩৬)

এই চারটি বিশেষভাবে মর্যাদাসম্পন্ন মাস হলো—জিলক্বদ, জিলহজ ও মোহাররম। দিনের মধ্যে কিছু সময় রয়েছে, যখন দোয়া কবুল হয়। রসুলুল্লাহ ﷺ জুমার দিন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

“জুমার দিনে এমন একটি সময় আছে, সে সময় যদি কোনো মুসলমান দাঁড়িয়ে সালাত কায়েম করে এবং আল্লাহর দরবারে কিছু চায়, তাহলে মহান আল্লাহ অবশ্যই তাকে তা দিয়ে থাকেন।”

অতঃপর হুজুর ﷺ সেদিকে হাত দ্বারা ইঙ্গিত করে বললেন, তা খুবই স্বল্প সময়।

-(সহিহ আল বোখারি)

এ রকম উনিশটি বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন সময় রয়েছে, যখন আল্লাহ তাআলা দোয়া কবুল করেন। আল্লাহ তাআলা যেমন দিন সৃষ্টি করেছেন, তেমনি রাতও সৃষ্টি করেছেন। এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

“আমি রাত ও দিনকে দুটি নিদর্শন করেছি। রাতের নিদর্শনকে করে দিয়েছি নিষ্প্রভ এবং দিনের নিদর্শনকে করেছি আলোকোজ্জ্বল, যাতে তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পার এবং যাতে তোমরা জানতে পার বছরের গণনা ও হিসাব, আর আমি প্রতিটি বিষয়কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি।”

-(সূরা আল-ইসরা, ১৭:১২)।

প্রতি রাতে আল্লাহর রহমতপ্রাপ্তির মর্যাদাসম্পন্ন সময়। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

“রাতের শেষ তৃতীয়াংশ যখন বাকি থাকে, তখন আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলা প্রতি রাতে দুনিয়ার আসমানে নাজিল হন আর বলতে থাকেন—কে আমার কাছে দোয়া করবে, আমি তার দোয়া কবুল করব।”

-(সহিহ আল বোখারি)

চান্দ্রমাসের মধ্যবর্তী রাত হচ্ছে পূর্ণিমার রাত। হজরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (র) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন,

‘“আমরা নবি করিম-ﷺ এর সঙ্গে বসা ছিলাম। তিনি রাত্রিবেলা পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা অচিরেই তোমাদের প্রভুকে এমনভাবে দেখতে পাবে, যেমন দেখতে পাচ্ছ পূর্ণিমার চাঁদ, তোমাদের দেখতে কোনো কষ্ট হবে না।”

-(সহিহ বোখারি, হাদিস-৬৯৩০)

আমাদের জীবনের দুটি অবস্থান(situation)

পার্থিব এ জীবনই আমল চাষের সময়। আর আখিরাত হচ্ছে সাওয়াবের ফসল তোলার মৌসুম। তাই কোনো মুমিনের জন্য সময় নষ্ট করা ও সময়ের মতো অমূল্য পুঁজিকে অনর্থক খরচ করা মোটেই কাম্য নয়।

এ বিষয়েই কুরআনে দুটি অবস্থানের কথা বর্ণনা করেছে, যে স্থানে এসে মানুষ লজ্জিত হবে সময় নষ্ট করা ও অনর্থক কাজে সময় ব্যয় করার জন্য।

১. জীবনের ক্ষণিক মুহূর্তে(worldly life)

যখন মানুষ পেছনে রেখে যাবে দুনিয়ার এ জীবনকে। এগিয়ে যাবে আখিরাতের চিরস্থায়ী সফরে। তখন সে আফসোস করবে, যদি তাকে আরও একটুখানি সময় দেওয়া হতো! যদি আরেকবার একটু সুযোগ দেওয়া হতো! তবে সে তার বিনষ্ট অবস্থা ঠিক করে নিত-সংশোধন করে নিত ছুটে যাওয়া আমলগুলো।

২. আখিরাতের ভীষণ মুহূর্তে(hereafter)

আখিরাত। এটি সে মুহুর্তের নাম, যখন প্রতিটি প্রাণকে তার কৃতকর্মের পুরোপুরি প্রতিদান দেয়া হবে। আখিরাত সে সময়টির নাম, যখন প্রতিটি মানুষকে তার কর্মের পুরস্কার দেওয়া হবে। হয়তো সে জান্নাতী হবে, অথবা হবে জাহান্নামের অধিবাসী। তখন জাহান্নামিরা আক্ষেপ করবে, যদি তাদের আরেকটি বার দুনিয়ার এ জীবনে ফিরিয়ে দেওয়া হতো! তাহলে অবশ্যই তারা সময়কে কাজে লাগিয়ে সৎ আমল করে নিজেদের শুধরে নিত।

কিন্তু এ কেবলই দুরাশা! তাদের এ আবেদন ব্যর্থ। কারণ সময় কখনো ফিরে আসে না। আমলের সময় তো শেষ হয়ে গেছে। এখন হচ্ছে প্রতিদানের সময়।

আমাদের সময়ের অবমূল্যায়ন ও সময়মতো কাজ করার প্রতি শিথিলতা আজ কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে আমরা উপলব্ধি ও করতে পারিনা! এ সময়টা ঘাটতিতে পরিপূর্ণ। সময় এখন আরাম-আয়েশ ও অলসতায় পর্যবসিত। মানুষের দৃঢ়তা তলানিতে এসে ঠেকেছে!ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যায়, দিনের পর দিন শেষ হয়ে যায়; অথচ এসবের কোনো হিসেবই করি না আমরা। এতটা সময় নষ্ট হচ্ছে, অথচ কারও মাঝে নেই এতটুকু অস্থিরতাও। যেন কিছুই হয়নি!

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা কোরআনে বলেন-

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ - وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب

'কাজেই তুমি যখনই অবসর পাবে, ইবাদতে কঠোর শ্রমে লেগে যাবে। এবং তোমার রবের প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করবে।'
-(সুরা আল-ইনশিরাহ: ৭-৮)

আমরা হয়তো অনেক ব্যস্ত থাকি প্রয়োজনে ,অপ্রয়োজনে..
'তবুও যখন এসব থেকে অবসর পাই, যিনি আমাদের সাধনা ও পরিশ্রমের ইবাদত পাওয়ার উপযুক্ত, কষ্ট করে ও ক্লান্ত হয়ে করা ইবাদতের যিনি হকদার;একাকী-নিভৃতে মনোযোগ ও মনোনিবেশের সবটুকু পাওয়া যার অধিকার-অবসর সময়ে পুরোপুরি তাঁর দিকেই মনোনিবেশ করুন।'
-(ফি জিলালিল কুরআন: ৬/৩৯৩)

একজন মুসলিম আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দুনিয়ার কোনো কাজ করলে ও সাওয়াবের প্রত্যাশা করলে, সে কাজটি ইবাদতে পরিণত হয়।

এ বিষয়টিই কুরআনের অনেক আয়াতে অতি সুন্দররূপে ফুটে উঠেছে—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

'আমি জিন ও মানবকে কেবল এ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি, তারা আমারই ইবাদত করবে।'
-(সুরা আজ-জারিয়াত: ৫৬)

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُون

'তোমরা কি ধারণা করেছিলে, আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না?

-(সুরা আল-মুমিনুন: ১১৫)

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ বলেন:

'সেদিন আমি অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছি, যেদিনের সূর্য ডুবে গেছে। আমার আয়ু কিছুটা হলেও ফুরিয়ে গেছে; অথচ আমার আমলের উন্নতি হয়নি।'

যেদিন মানুষের সৃষ্টি, সেদিন থেকেই মানুষ মুসাফির। জান্নাত বা জাহান্নামই তাদের সফরের শেষ মনজিল। দুটোর একটিতেই হয় তার অবতরণ। জ্ঞানী মাত্রই জানেন, সফর কষ্ট, ক্লান্তি ও বিপদে ভরা। সফরে কোনো ভোগ, উপভোগ, আরাম-আয়েশের খোঁজ করা বোকামি, এগুলো পাওয়াও সাধারণত অসম্ভব। এগুলোর নাগাল তখনই পাওয়া যাবে, যখন এ দীর্ঘ সফর শেষ হয়ে আমরা চিরস্থায়ী আখিরাতের জীবনে পদার্পণ করবো।

সময়ের প্রকারভেদ(classification)

'সময় তিন ভাগে বিভক্ত।

এক. যে সময় অতীত হয়ে গেছে।

দুই. যে সময় ভবিষ্যতে আসছে। বান্দা জানে না, সে সময়ে সে জীবিত থাকবে, কি থাকবে না। সে জানে না, সে সময়ে তার জন্য আল্লাহ কী ফয়সালা করে রেখেছেন।

তিন. যে সময় এখন কাটছে। একে বর্তমান বলে। একজন বান্দার উচিত, এ সময়ে নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করে তার রব যে তাকে সর্বদা দেখছেন, সে কথা মনে রেখে উত্তম ভাবে সময়কে কাজে লাগানো

মুমিন সব সময় এমনটাই মনে করবে যে, এখনই তার শেষ সময়।হতে পারে এটিই তার অন্তিম মুহূর্ত। তাই সে কিছুতেই এমন কর্মে নিজেকে লিপ্ত হতে পারে না, যে কর্মে লিপ্ত অবস্থায় মৃত্যু তাকে পাকড়াও করুক- সে এমনটা চাইবে না। বরং তার পুরো সময়টা সেই তিনটি অবস্থাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে, যার ব্যাপারে রাসুল-এর নির্দেশনা এসেছে। আবু জার বর্ণনা করেন, রাসুলﷺ বলেন:

"মুমিনকে তিনটি অবস্থাতেই দেখা যায়। হয়তো সে আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহ করছে, নয়তো সে জীবিকার জন্য কাজ করছে, নতুবা সে হালাল কোনো নিয়ামত উপভোগ করছে।"
-(আল-ইহইয়া: ৪/৪২৭)

সুস্থতা, অবসর ও সম্পদ-এ তিনটিই একেকটি দরজা। এগুলো দিয়ে কামনা প্রবেশ করে শক্ত হয়ে গেড়ে বসে মনের ভেতরে। আর প্রবৃত্তি তার প্রাঙ্গণে চারজানু হয়ে বসে। এভাবেই এগুলো প্রভাবিত হয় একজন মুমিনের ওপর। তখন এ প্রবাদটি সত্যই প্রমাণিত হয়ে যায়, 'অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা।'

মুমিন এমন হয় না। এসব থেকে মুমিন বেঁচে থাকে। মুমিনের স্বরূপ সম্পর্কে কাতাদা বিন খুলাইদ-বলেন,

'তুমি মুমিনকে তিনটি কাজের মধ্যে দেখবে। হয় সে মসজিদ আবাদ করে বা সে ঘরে থাকে, যে ঘর তাকে ঢেকে রাখে, অথবা দুনিয়ার দোষমুক্ত কোনো প্রয়োজন পূরণে লিপ্ত থাকে।'

-(সিফাতুস সাফওয়া: ৩/২৩১)

যখন মানুষের অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত হবে, মানুষ যখন মৃত্যুমুখে পতিত হবে, তখনই তার সময়ের এই উপলব্ধি ও অনুভূতি প্রবল হয়ে উঠবে। যখন মানুষ দেখবে, তার ধ্বংস ত্বরান্বিত হচ্ছে, তখন সে আল্লাহর কাছে বৃথা আশা করবে। সে বৃথা অনুরোধ করবে, যেন আল্লাহ তাকে একটু সময় দেন। যেন সে শুধরে নিতে পারে নিজের বিচ্ছিন্ন অবস্থানকে। সংশোধন করে নিতে পারে নিজের গাফেলতিগুলোকে ,ছুটে যাওয়া আমলগুলোকে। কিন্তু সে আশায় গুড়ে বালি। কিছুতেই আরেকটু সময়ও পাবে না সে, এ তো নিশ্চিত কথা। তার নির্ধারিত সময় এসে যাবে। মৃত্যু তার সঠিক সময়েই এসে যাবে তার কাছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ، وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ١٠ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُون َ ١١

'হে মুমিনগণ, তোমাদের ধন-সম্পদ আর তোমাদের সন্তানাদি তোমাদের যেন আল্লাহর স্মরণ হতে উদাসীন করে না দেয়। যারা উদাসীন হবে, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। আমি তোমাদের যা দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই দান করো। অন্যথায় (মৃত্যুএসে গেলে) সে বলবে,

"হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদাকা করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।" কিন্তু নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত

হবে, আল্লাহ তখন কাউকেই অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা করো, আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।
—('সুরা আল-মুনাফিকুন: ৮-১০)

এ জন্য আল্লাহ যাদের তাওফিক দিয়েছেন, তারা তাদের সময়ের প্রতিটি মিনিট, প্রতিটি সেকেন্ড নেক আমলে ব্যয় করে। তারা নিজেদের সময়কে গনিমত মনে করে। তাদের কাছে সময় পাওয়া মানেই হলো, একটি অমূল্য সুযোগ পাওয়া। তারা ঠিকই উপলব্ধি করে যে, অনর্থক সময় পার করার অর্থ নিজের দুনিয়ার সর্বোপরি আখিরাতের ক্ষতি নিজেই ডেকে আনা।
উমর বিন জার বলেন:
'আমি সাইদ বিন জুবাইর-এর কিতাবটি পড়লাম। সেখানে পেলাম, মানুষের জন্য জীবনের প্রতিটি দিনই এক একটি সুবর্ণ সুযোগ।'
-(আল-ইহইয়া: ৪/২৭৬)

আর এ সুযোগ কাজে লাগাতে হয় নেক আমল করে। ভবিষ্যৎ জীবনে যা তার একমাত্র পাথেয় হবে। নামাজ, রোজা, তাসবিহ এবং অন্যান্য ইবাদত করে এ সুযোগ কাজে লাগাতে হবে।

আমাদের এ ছোট জীবনের অপর নাম সময়। জীবনের পরিসীমার নামই সময়। সময় নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত। যেমনই সময় সম্পর্কে তাইফুর আল-

বাসতামি বলেন:

'দিন-রাত। এই তো মুমিনের পুঁজি। মুমিনের মূলধন। এ মূলধন সঠিকভাবে বিনিয়োগে জান্নাত লাভ হবে। আর যদি তা হেলায়-খেলায় ও মন্দ কাজে বিনিয়োগ করা হয়, তবে তা জাহান্নাম নামের ক্ষতিগ্রস্ততাকেই ত্বরান্বিত করবে।'

-(বাইহাকি রহ. রচিত আজ-জুহদ: ২৯৭)

সময়ের বিভিন্ন সমষ্টির বিভিন্ন নাম। সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা, দিন, সপ্তাহ, মাস, বছর, যুগ, শতাব্দী। 'একটি বছরকে আমরা তুলনা করতে পারি একটি গাছের সাথে। বছরের মাসগুলো সে গাছের শাখা-প্রশাখা। প্রতিটি দিন গাছের একেকটি ডাল। প্রত্যেকটি ঘণ্টা গাছের একেকটি পাতা। আর প্রতিটি মুহূর্ত গাছের ফল। যার মুহূর্তগুলো ইবাদত ও আনুগত্যে কাটবে, তার ফল হবে সুমিষ্ট। সে গাছটি পরিণত হবে একটি পবিত্র বৃক্ষে। আর যার মুহূর্তগুলো কাটবে পাপ-পঙ্কিলতায়, তার ফল হবে অখাদ্য। আর সে গাছটিও হবে অপবিত্র।'

-(ইবনুল কাইয়িম রহ. রচিত আল-ফাওয়ায়িদ: ২১৪)

যদি এ জীবন-সফর খুব দ্রুতই শেষ হয়ে যায়! এমনটা কী হতে পারে না?! হ্যাঁ, বিষয়টা যে এর চেয়ে দ্রুতও ঘটতে পারে। আমরা জানি না, কত দ্রুত আমাদের জীবন-সফর ফুরিয়ে যাবে। তাই নিজের এ সফরে পাথেয় জুগিয়ে নাও। যে কাজটি তোমার করা কর্তব্য তা করতে থাকো। হয়তো যেকোনো সময়েই হঠাৎ করে অবসান হবে এ জীবন-সফরের!'

-(জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম:৪৬৩)

'এ দুনিয়া জান্নাত ও জাহান্নামের যাত্রাপথ মাত্র,
রাতের প্রহরগুলো মানুষের জন্য ব্যবসার মুহূর্ত, আর দিনের
বেলাগুলো বাজারের মতো।'

-(ইমাম বাইহাকি রহ. রচিত আজ-জুহদ: ২৯৮)

অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নিআ'মাত(blessing)

মানব জীবনের অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নিআ'মাহ হল সময়ের নিঅ'মাত। সময় হল মানুষের অস্তিত্ব ও জীবন ধারণের এবং আত্মোপকার ও পরোপকারের ক্ষেত্র। কুরআনুল কারীমে এই মৌলিক নিআ'মাতের বিশালত্বের প্রতি ইঙ্গিত করেছে এবং অন্যান্য নিঅ'মাতের উপর তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিও আলোকপাত করেছে। ফলে কুরআনের বহুসংখ্যক আয়াত এসেছে সময়ের মূল্য, তার সমুন্নত মর্যাদা ও বিরাট প্রভাবের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوتِ وَالأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الأَنْهَارَ ، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَه وَاتَاكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارُه

অর্থ : তিনিই আল্লাহ, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। যিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তা দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেছেন। যিনি নৌযানকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তাঁর নির্দেশে তা সমুদ্রে বিচরণ করে এবং যিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন নদীসমূহকে। তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে, যারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিনকে। এবং তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তোমরা তাঁর কাছে যা কিছু চেয়েছ তা থেকে। তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে তার সংখ্যা

নির্ণয় করতে পারবে না। মানুষ অবশ্যই অতিমাত্রায় যালিম, অকৃতজ্ঞ। -(সূরা ইবরাহীম : ৩২-৩৪)

তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা এই মহা অনুগ্রহ 'সময়-সম্পদের' মূল্য বুঝাতে গিয়ে বহু আয়াতে এর উল্লেখ করেছেন। যেমন:

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُون

অর্থ : তিনিই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত, দিন, সূর্য এবং চন্দ্রকে; আর নক্ষত্ররাজিও অধীন হয়েছে তাঁরই নির্দেশে। অবশ্যই এতে বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন।

-(সূরা নাহল : ১২)

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ

فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً

অর্থ : আমি রাত ও দিনকে করেছি দু'টো নিদর্শন। আর রাতের নিদর্শনকে অপসারিত করেছি এবং দিনের নিদর্শনকে আলোকপ্রদ করেছি, যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা বর্ষ-সংখ্যা ও হিসাব জানতে পার; আর আমি সবকিছু বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।

-(সূরা বানী ইসরাঈল: ১২)

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ

وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُون(َ

অর্থ : তার নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে দিন-রাত ও চন্দ্র-সূর্য। তোমরা সূর্যকে সেজদা করো না, চন্দ্রকেও না, সেজদা কর আল্লাহকে, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা (প্রকৃতই নিষ্ঠার সাথে) শুধু তাঁরই ইবাদত কর।
-(সূরা হা-মীম সেজদা : ৩৭)

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيم. ُ

অর্থ: রাত ও দিনে যা কিছু থাকে তা তাঁরই এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।
-(সূরা আনআ'ম: ১৩)

সময়ের বিভিন্ন স্তরের শপথ(oath)

পূর্বোল্লিখিত আয়াতগুলো ছাড়াও কুরআনে বিরাট এই নিঅ'মাত সম্পর্কে আরও বহু আয়াত(verses) রয়েছে। এমনকি আল্লাহ তা'আলা সময়ের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বুঝাতে গিয়ে বহু সংখ্যক আয়াতে সময়ের বিভিন্ন স্তরের শপথ করেছেন। রাত-দিন, পূর্বাহ্ন-অপরাহ্ন, প্রভাত ও গোধুলিকালের শপথ কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় এসেছে। যথা:

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى .

অর্থ: শপথ রাতের, যখন তা আচ্ছন্ন করে। শপথ দিনের, যখন তা উদ্ভাসিত হয়।
- (সূরা লাইল: ১-২)

وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَه

অর্থ: শপথ রাতের, যখন তার অবসান হয়। শপথ দিনের যখন তা আলোকোজ্জ্বল হয়।
-(সূরা মুদ্দাছছির: ৩৩-৩৪)

فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَق. َ

অর্থ : আমি শপথ করি অস্তরাগের ও রাতের এবং তাতে যার সমাবেশ ঘটে তার।

-(সূরা ইনশিকাক: ১৬-১৭)

وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْر. ٍ

অর্থ : শপথ ঊষার। শপথ দশ রাতের।
- (সূরা ফাজর: ১,২)

وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجِي.

অর্থ : শপথ পূর্বাহ্নের। শপথ রাতের, যখন তা হয় নিঝুম।
-(সূরা দুহা: ১-২)

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ

অর্থ: মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত।
-(সূরা আসর: ১-২)

আল্লাহ তা'আলা কুরআন অবতীর্ণ করেছেন আরবের বিশুদ্ধভাষীদের বাকরীতি অনুযায়ী। তারা যখন কোনো বিষয় দৃঢ়ভাবে বলতে চাইতেন তখন কোনো অতি বড় বা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা জিনিসের কসম করতেন। আর স্থান-কাল-পাত্র উপযোগী হলে কসমের

মাধ্যমে কথাকে দৃঢ়করণ সত্যিই অতি চমৎকার আলঙ্কারিক সৌন্দর্যমণ্ডিত ভাষারীতি। মানুষের জন্য বিধি-নিষেধ থাকলেও আল্লাহ তা'আলার জন্য তো যে কোনো কিছুর কছম করার অধিকার রয়েছে।

তাই কখনো তিনি নিজের কছম করেছেন-

فورب السماء والارض انه لحق

অর্থ : আসমান জমিনের প্রভুর কছম যে, তিনি সত্য।

আবার কখনো নিজের আশ্চর্য সৃষ্টি নিয়ে কছম করেছেন,

والسماء وما بناها والارض وما طحاها.

অর্থ : শপথ আসমানের ও তার সৃষ্টির এবং শপথ জমিনের ও তা বিস্তৃতকরণের।”

আবার কখনো তিনি সময় বা কাল নিয়ে কছম করেছেন-

والضحى والليل إذا سجى

অর্থ : শপর্থ পূর্বাহ্নের, শপথ রাত্রির যখন তা গভীর হয়।

والفجر وليال عشر

অর্থ: শপথ ফযরের এবং দশ রাত্রির।

আল্লাহ এ সকল জিনিস নিয়ে কছম করা মূলত নিজেকে নিয়েই কছম করা। কেননা এসব কিছুতো তাঁরই অনুপম সৃষ্টি।

সময়ের অপচয়ে কাফেরদেরকে আল্লাহর ভর্ৎসনা(criticism)

কুফুরিতে লিপ্ত হয়ে কাফেররা যখন নিজেদের দুনিয়ার জীবনকে বরবাদ করে ফেলে, আল্লাহ প্রদত্ত সময়-সম্পদকে আল্লাহর নাফরমানিতে ব্যয় করে, দীর্ঘ জীবন পাওয়া সত্ত্বেও যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করলেন তার প্রতিই ঈমান গ্রহণ করেনা ,তখন আল্লাহ তাদেরকে তিরস্কারমূলক সম্বোধন করে বলেন:

أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ، فَذُوقُوا فَمَا

لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَّصِيرِہ

অর্থ: আমি কি তোমাদেরকে এতটা দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেউ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারত? আর তোমাদের কাছে তো সতর্ককারী এসেছিল। সুতরাং শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর; আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই। -(সূরা ফাতির : ৩৭)

দেখ, চিন্তা-ভাবনা করা, উপদেশ গ্রহণ করা, ঈমান আনা ও সতর্ক হওয়ার জন্য 'তা'মীর' তথা দীর্ঘজীবন দানের নিঅ'মাতকেই আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন। আর মানুষের বয়স তথা জীবন-কালকে মানুষের বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপন করেছেন। যেমনিভাবে তিনি বিভিন্ন আয়াতে নবী ও সতর্ককারীগণের আগমনকে প্রমাণস্বরূপ পেশ করেছেন। সুতরাং বলা যায়, পয়গম্বর সাল্লাললাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাদের আগমন যেমনিভাবে মানুষের জন্য বিরাট নিঅ'মাত তেমনিভাবে সময়-সম্পদও বিরাট নি'অমাত।
সকল নি'আমত সম্পর্কেই তো জিজ্ঞেসিত হব- আমি, তুমি, সবাই।
কাতাদাহ রহ. বলেন:

اعلموا أن طول الهم حجة فنعوذ بالله أن نُعَيَّرَ بطول الصر

অর্থ : জেনে রাখ, আমাদের জীবন কিন্তু (আমাদের বিরুদ্ধে) প্রমাণ। সুতরাং এমন দীর্ঘ জীবন থেকে আমরা আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি, যার কারণে আমাদেরকে লাঞ্ছিত হতে হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত)-

(1)أعذر الله عز وجل إلى امرء أخر عمرة حتى بلغه ستين سنة-

(٢)مَنْ عمره الله ستين سنة فقد أعذر إليه في عمره-

(১) যার জীবনকালকে আল্লাহ ষাট বছর দীর্ঘায়িত করেছেন তার জন্য তিনি অজুহাত পেশ করার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন। (অর্থাৎ তাকে পূর্ণ হিসাব- নিকাশের সম্মুখীন হতে হবে।)

(২) যাকে আল্লাহ ষাট বছরের দীর্ঘ জীবন দান করেছেন, তার অজুহাত পেশ করার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন।'

অর্থাৎ তাওবা করে আল্লাহর পথে ফিরে আসার জন্য ষাট বছর যথেষ্ট সময়। এ সময়ের মধ্যেও যার বোধোদয় হয়নি সে আর কী অজুহাত পেশ করবে রাব্ এর সামনে।

বিচার দিবসে প্রথম জিজ্ঞাসা (first question on the day of judgment)

আবু বারযাহ আসলামীর রহ. সূত্রে ইমাম তিরমীযি রহ. থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه.

অর্থ : জীবনকাল কিসে ব্যয় করেছে, ইলম অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে, সম্পদ কীভাবে অর্জন করেছে এবং কোন খাতে ব্যয় করেছে। আর দেহটাকে কোন কাজে কীভাবে ক্ষয় করেছে। এ সকল প্রশ্নের উত্তর দেয়া ছাড়া কেয়ামতের দিন কোনো বান্দা 'এক পা-ও নড়তে' পারবে না।"

-(8:৬১২ كتاب صفة القيامة والرقائق.)-

প্রায় একই অর্থের আরেকটি হাদীস বর্ণনা করেন বাযযার ও তাবরানী রহ. الكبير গ্রন্থে মুআয ইবন জাবাল রা. এর সূত্রে-

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেয়ামতের দিন চারটি বিষয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে কোনো বান্দা এক পা-ও নড়তে পারবে না।

এক. জীবন সে কিসে কাটিয়েছে। দুই, যৌবন সে কিসে ক্ষয় করেছে। তিন, সম্পদ কোন পথে অর্জন করেছে এবং কোন খাতে ব্যয় করেছে। চার, ইলম অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে।

)-الترغيب والترهيب للمنذري (৬:১৮৭

'মুসতাদরাকে হাকেমে' ইবন আব্বাস রা. এর সূত্রে আরেকটি হাদীস বর্ণিত আছে, যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন-

পাঁচটি অবস্থার পূর্বেই পাঁচ অবস্থার মূল্যায়ন কর। অর্থাৎ, বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনের, অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতার, দারিদ্র্যের পূর্বে সচ্ছলতার, ব্যস্ততার পূর্বে অবসরের আর মৃত্যুর পূর্বে জীবনের।

-(মুস্তাদরাকে হাকেম-৭৮৪৬, বাইহাকির শুআবুল ঈমান-১০২৪৮, সহিহুল জামে-১০৭৭)।

প্রথম ও দ্বিতীয় হাদীছে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
জীবনকালই হল- কেয়ামতের ময়দানে হিসাব-নিকাশের প্রধান ক্ষেত্র। যা মূলত সময় ছাড়া কিছু নয়।
আর এ বক্তব্য মূলত কুরআনে কারীমের এই আয়াতেরই ব্যাখ্যা:

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْتُكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ

অর্থ: তোমরা কি ধারণা করেছ যে, তোমাদেরকে এমনিতেই সৃষ্টি করা হয়েছে? আর (এও কি ধারণা করছ যে) তোমাদেরকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না?
-(সূরা মুমিনুন: ১১৫)

এ দু'টি হাদীছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন যে জীবনের মূল উপাদান হল, ইলম ও আমল, (আয়-ব্যয়ের বিবেচনায়) হালাল সম্পদ, শারীরিক সুস্থতা, দৈহিক শক্তি-ক্ষমতা ও যৌবনের উচ্ছলতা।

তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শক্তি, সামর্থ্য ও সচ্ছলতায় প্রতারিত না হওয়ার উপদেশ দিচ্ছেন আর নির্দেশনা দিচ্ছেন দুর্বলতা, অক্ষমতা ও অসচ্ছলতার আক্রমণের পূর্বেই জীবনের সুযোগগুলোর সদ্ব্যবহার করার। কারণ সফল তো সেই যে এ সকল বিপদ দুর্যোগের পূর্বেই জীবনকে সৎ ও নেক আমলে পূর্ণ করে তোলে। সে দুনিয়াতেও হবে অনন্য আর আখেরাতেও হবে পরিপূর্ণ।

হাদীস দু'টি থেকে আরও প্রতিভাত হয় যে, মানুষের জীবনকাল কখনো হাদীসে উল্লিখিত বিষয়গুলোর একটিকে, আবার কখনো একাধিককে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়ে থাকে। আর বাস্তবে মানব-জীবনেও আমরা এমনটাই দেখতে পাই। যেমন, তাদের কেউ ব্যস্ত রয়েছে ইলম ও মারেফাত অর্জনে। কেউ বা ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থোপার্জনে, আর কেউ মনোনিবেশ করে আছে দেহ ও শক্তির গঠন ও বর্ধনে।

দেহ ও স্বাস্থ্য সচেতনদের খেয়াল করা দরকার যে, এই দেহ হল দুনিয়াবী জীবনে আমাদের 'বাহন' আর দয়াময় স্রষ্টার পক্ষ থেকে আমানত। সুতরাং কেয়ামত দিবসে অবশ্যই আমরা জিজ্ঞাসিত হব, যৌবনের উচ্ছলতা থেকে বার্ধক্যের দুর্বলতা পর্যন্ত- কীভাবে পাড়ি দিলাম আমরা এই জীবন প্রবাহ। আল্লাহর আনুগত্য ও কল্যাণকর্মে তা সজীব ও সাফল্যে ভরপুর করেছি কিনা..!নাকি অবাধ্যতা ও অন্যায়কর্মে তা নির্জীব ও তমসাচ্ছন্ন করেছি?

আমরা যেন ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত না হই, যাদের মন্দ কৃতকর্মের কারণে মুখ, হাত, পা কেয়ামতের ময়দানে তাদের বিরুদ্ধে দাড়িয়ে পরবে,তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।

সময়ের সাথে মানুষের অবহেলার আচরণ(ignorant behaviour)

জীবনকে মূল্যায়ন করে, অস্তিত্বকে উপলব্ধি করে এবং 'শেষ সফরের' জন্য পাথেয় সংগ্রহ করে প্রস্তুত থাকে, এমন মানুষের সংখ্যা আজ অতি অল্প, প্রায় দুষ্প্রাপ্য।
সময়ের পরিচয় অর্জন ও উপলব্ধি করে আমাদের পরপারে চিরস্থায়ী উন্নীত হওয়ার পথে দৈনন্দিন জীবনের অনেক কাজে সময়ের প্রতি আমাদের অবহেলার আচরণ (ignorance)বাধাগ্রস্থ করে ।
অলসতায় এমন অবহেলার সবচেয়ে প্রভাব পড়ে আমাদের দৈনন্দিন (regular)জীবনে।

১.অলসতা ও বিরক্তি(laziness)

অলসতা ও বিরক্তি, আমাদের জীবনের অপরিহার্য অংশ হয়ে গেছে। কত কত ইম্পর্টেন্ট টাস্ক আমরা অন-টাইমে শেষ করতে পারিনা এই অলসতার কারণে, আমরা বিরক্ত হয়ে যাই অল্পতেই ।কথায় আছে অলস মস্তিষ্ক শয়তানের বাসা।অলস মানুষ নিজের কাছে যেমন ব্যক্তিত্বহীন ঠিক তেমনি সমাজের কাছে বোঝাস্বরুপ।অলসতার সবচেয়ে বেশী প্রভাব পড়ে আমাদের ব্রেনে।সামনে এগিয়ে যাওয়া তো দুরের কথা।নতুন করে ভাবতেই যেন আমাদের ভয় লাগে।তারপর প্রভাব পড়ে আমাদের শরীরে।
কাজ করার ক্ষমতা ও আমরা হারিয়ে ফেলি।একটু কাজ করলেই আমরা হাঁপিয়ে পড়ি।আমরা ইবাদাত করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলি ,এতে সময়ের অপচয়,শারিরীক- মানসিক ,অর্থনৈতিক প্রতি সেক্টরে আমাদেরকে প্রভাবিত করে ,আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা কে অসন্তুষ্ট করে আখিরাতকে ক্ষতিগ্রস্থ করে ফেলি।

২.সঠিক সময়ে সঠিক কাজ না করা (delay)

সময় মানুষের জীবনের একটি মুল্যবান(precious) সম্পদ এবং এর সঠিক ব্যবহার না করলে ব্যক্তির জীবন হয় ক্ষতিগ্রস্ত । সময় ঠিকমতো ব্যবহার না করলে কর্মকাণ্ড শেষ হওয়ার আগে সমস্যার কারণে আমাদের সফল হওয়া অসম্ভব দুনিয়ার জীবনে আর পরকালের জীবনেও। সময় নিয়ন্ত্রণ না করলে ব্যক্তির দৈহিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য

ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় পড়তে পারে।সময় ম্যানেজমেন্ট না করলে ব্যক্তি সামাজিক সম্পর্ক ও পরিবারের সঙ্গে সময় কাঠোনোর মুহূর্তও নষ্ট করে ফেলেন ।কাজ ফেলে রাখা বা সময়ের কাজ সময়ে না করা মুমিনদের তারবিয়াহ নয় সর্বোপরি।

৩.বিলম্বিত সালাত আদায়(late prayer)

স্বলাত ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ। প্রতিদিন পাঁচবার স্বলাত সময় মত আদায় করা ফরজে আইন। কিন্তু মনগড়াভাবে স্বলাত পড়লে তা যথাযথভাবে আদায় হবে না।যারা অলসতা করে সঠিক সময়ে সালাত আদায় করে না, তাদের সালাত কবুল হবে না। তাদের জন্য পরকালে শাস্তি রয়েছে।পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে,

'অতঃপর দুর্ভোগ ওই সব মুসল্লির জন্য, যারা তাদের সালাত সম্পর্কে উদাসীন।'

- (সুরা : মাউন, আয়াত : ৪-৫)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসিরবিদরা লিখেছেন, এরা হলো সেইসব লোক, 'যারা নামাজ থেকে উদাসীন ও খেল-তামাশায় ব্যস্ত।' উদাসীন লোকদের মধ্যে একদল এমন আছে, যারা রুকু-সিজদা, ওঠা-বসা যথাযথভাবে করে না। কিরা-আত, দোয়া ও তাসবিহ যথাযথভাবে পাঠ করে না।

৪. পরে করব" হল লঘুচিত্ততার আলামত(giddiness)

আজকের কাজ কালকের জন্য রেখে দেয়া এবং 'পরে করব' জাতীয় আত্মপ্রতারণার আশ্রয় খোঁজা গোটা রাজত্বকে পর্যন্ত ধ্বংস করে দিতে পারে। আর এ অবহেলা এক সময় কাজ না করার অজুহাত হয়ে যায়- যা অবশেষে কষ্ট ও আফসোসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

উসামা ইবন মুনকিয রহ এর لُبَابُ الْآدَابِ গ্রন্থের (৩৯ পৃষ্ঠায়) এ বিষয়টির দিকে ইঙ্গিত করেই একটি ঘটনা বিধৃত হয়েছে যে,

রাজত্ব হারানো এক বাদশাকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনার এত শান- শওকত, এত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কীভাবে হাতছাড়া হল? উত্তরে তিনি বললেন, আজকের কাজ কালকের জন্য রেখে দেয়া এবং কাজ না করার কারণে সময়ের অবহেলায়

কবি ইবনুল খাতীব বলেছেন-২৩৯

"দুনিয়ার কাজকর্মে আমি ব্যস্ত হই বা অবহেলায় ঘুমিয়ে পড়ি, সর্বদাই তো আমার জীবন অল্প অল্প করে ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে।"

৫.সোস্যাল মিডিয়ায় সময়ের অপচয়(Social media)

অতিরিক্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় সময় কাটালে কোনো লাভ হয় না। বরং মানসিক সমস্যার পাশাপাশি মনুষ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠতে পারে। এছাড়াও কাজ, বন্ধু ও পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

দিনের বেশিরভাগ সময় কাটে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। সময় চলে গেলে আর ফিরে আসে না। ফানি ভিডিও দেখে বা অপ্রয়োজনীয় কাজে সময় নষ্ট না করে, সোস্যাল মিডিয়ার সময়গুলো নিজের উন্নয়নে ,দ্বীনি ইলম অর্জনে কাজে লাগালে সময়ের অপচয় না হয়ে বরং সময়ের উত্তম ব্যয় হয়ে আখিরাতের উন্নীত হওয়ার পথে উপকারী হয়ে যেত।

৬.অত্যধিক ডিভাইস এর ব্যবহার (Electronic gadgets)

প্রযুক্তির এই যুগে আপনাকে, আমাকে ফাঁদে ফেলাতে একটা স্মার্টফোন ই যথেষ্ট। ডিভাইস এর আসক্তিতে ভাল কিছু জানার পরিবর্তন হারাম অ্যাক্টিভিটিতে জড়িয়ে পড়ে সময়ের যে অপচয় করা হয়ে থাকে তা অবর্ণনীয়।

প্রতিদিন যদি ৫-৬ ঘন্টা ফেসবুক/ইউটিউব / অথবা অন্য কোন সোশাল মিডিয়াতে সময় নষ্ট করা হয় বছর শেষে সময়ের অপচয়ের হিসাব মেলানো কঠিন

ধরলাম ৫ ঘন্টা প্রতিদিন , তাহলে, এক মাসে ৩০×৫ =১৫০ ঘন্টা, বার মাসে ১২×১৫০=১৮০০ ঘন্টা অর্থাৎ (১৮০০÷২৪)= ৭৫ দিন। বছর ৩৬৫ দিনের হলে আর বাকি থাকে (৩৬৫-৭৫)=২৯০ দিন।

এমনিতে আমরা জীবনের ৩ ভাগের ১ ভাগ সময়ই ঘুমিয়ে কাটায়ে দিই। বয়স যদি ২৫ বছর হয়, আর যদি ২০ বছর বয়স থেকে প্রতিদিন ৫ ঘন্টা সময় এইরকম নষ্ট করা হয়

৫ বছরে সময়ের অপচয় হবে (৫×৭৫)=৩৭৫ দিন অর্থাৎ ১ বছর ১০ দিন নষ্ট । ওয়াললাহি... প্রতিদিন ৬-৭ ঘন্টা ঘুমালে আর মোবাইলে ৫ ঘন্টা ব্যয় করলে, তারপর অন্যান্য খাওয়া, গোসল এইগুলো তো আছেই। ২৪ ঘন্টার ১৩-১৪ ঘন্টা ব্যয় হয়ে যায়। বলা যায় জীবনের ৩ ভাগের ২ ভাগই নষ্ট হয়ে যায়।

৭.যাবতীয় হারাম কাজে সময় অপচয় (forbidden Acts)

কোরআন ও হাদিসে বর্ণিত এই সময়ের অপচয় শুধু খাওয়া-দাওয়া, পোশাক ও সাজ-সজ্জার ক্ষেত্রে হারাম নয়, বরং সব কিছুতেই তা হারাম ও নিন্দনীয়।

"আমরা ত্বলিবুল ইলম!ত্বলিবুল ইলমের সম্মান ও মর্যাদা অনেক বেশি। তালিবে ইলম হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব ভুলে গেলে চলবে না!
আমাদের দ্বারা যেন অন্যায় ও গুনাহের কাজ না হয় সে বিষয়ে সর্বাধিক সতর্ক থাকতে হবে।"

-(শ্রদ্ধেয় শারাফাত উস্তায (হাফিঃ)

৮. মাত্রাতিরিক্ত ঘুম(overslept)

অতিরিক্ত ঘুম শরীরের জন্য খারাপ। গবেষণায় দেখা গেছে যে, যারা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ঘুমায় তাদেরও হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বেড়ে যায়।অতিরিক্ত ঘুম হলে হার্ট অ্যাটাকের

ঝুঁকি পাঁচগুণ বেড়ে যায়। গবেষণায় থেকে জানা যায় যে, নয় ঘণ্টার বেশি ঘুমানো মানুষদের হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি দ্বিগুণ।**পবিত্র কোরআনে আল্লাহ ঘুমকে তার অনুগ্রহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ দ্রুত সময়ে রাতে ঘুমিয়ে যেতে বলেছেন।**

মহান আল্লাহ বলেন,

'আর আমি তোমাদের নিদ্রাকে করেছি ক্লান্তি দূরকারী।রাত্রিকে করেছি আবরণ। '

-(সুরা : নাবা, আয়াত : ৯-১০)

মুমিনের ঘুম ইবাদতের অংশ।মুমিন যখন নিয়মানুযায়ী ঘুমায়, তখন তার ঘুম ইবাদাতে পরিণত হয়।

রাতে জলদি ঘুমাতে যাওয়া আর সকালে জলদি ঘুম থেকে উঠা সুস্বাস্থ্য, সম্পদ আর জ্ঞানের পূর্বশর্ত। বিষয়টি রাসুল ﷺ-এর হাদিসের সঙ্গেও মিলে যায়। আমাদের প্রিয় নবী ﷺ রাতে দেরি করে ঘুমানো অপছন্দ করতেন।খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠা সম্পদ ও জ্ঞানের জন্য পূর্বশর্ত। বলা যায় সফলতার চাবিকাঠি। কেননা ভোররাতে বা দিনের শুরুতে সবচেয়ে বেশি কল্যাণ থাকে। ফজর কাজা করে সকাল অবধি ঘুমানো আমাদেরকে সেই কল্যাণ থেকে মাহরুম করে দেয়।

ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসুল ﷺ আমার ঘরে এসে আমাকে ভোরবেলায় ঘুমন্ত অবস্থায় দেখলেন, তখন আমাকে পা দিয়ে নাড়া দিলেন এবং বললেন, মামণি! ওঠো! তোমার রবের পক্ষ থেকে রিজিক গ্রহণ করো! অলসদের দলভুক্ত হয়ো না। কেননা আল্লাহ সুবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত মানুষের মধ্যে রিজিক বণ্টন করে থাকেন।

- (আত-তারগিব ওয়াত তারহিব, হাদিস : ২৬১৬)

৯.অত্যধিক ভোজনবিলাসে সময়ের অপচয়(Gluttony)

দাউদ আততায়ী রহ. সময় বাঁচাতে রুটি খাওয়ার পরিবর্তে ছাতু গুলিয়ে পান করে নিতেন। এর কারণ বর্ণনা করে তিনি বলেন,

'ছাতু গিলে খাওয়া আর রুটি চিবিয়ে খাওয়ার মধ্যে যে সময়ের ব্যবধান হয় পঞ্চাশ আয়াত তেলাওয়াত করা যায়।

প্রয়োজনের অধিক ভোজন আয়োজনে দৈনন্দিন ফরজ আমল সালাতের সময়কে গুরুত্ব না দেয়া আমাদের নিত্যনৈমত্তিক বিষয়,যা আমাদের আখিরাতের আয়োজনকে ক্ষতিগ্রস্থ করে ।এছাড়াও খাবারের অপচয় ও যেন স্বাভাবিক বিষয় আজকের সময়ে ,আর অন্যদিকে আমাদেরই মুসলিম ভাই-বোনেরা অনাহারের কষ্টে জর্জরিত।খাবারের আর সময়ের এমন অপচয়ে আল্লাহ পাকড়াও করবেন আমাদের আজ না হয় কাল।

১০.কোরআনকে সময় না দেয়া(Time with Qur-an)

আর সেদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাললাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবেন,
“ হে আমার প্রতি পালক! আমার এ উম্মতেরা এ কোরআনকে হাসি ঠাট্টার লক্ষ্য বস্ততে পরিণত করেছিল।”
-(সুরা: ফুরকান ৩০)

রাসুল ﷺ এর কথা শুনে আল্লাহ তাআলা কোরআন থেকে বিমুখ ঐ বান্দাদের দিকে আর ফিরে তাকাবেন না, তিনি তাদেরকে ভুলে যাবেন। তাদের বলে দেয়া হবে, আজ আমি ও ঠিক তেমনি তোমাদের ভুলে যাচ্ছি যেমন তোমরা এই দিনের সাক্ষাত ভুলে গিয়েছিলে

মহাগ্রন্থ এই আল কোরআনকে আল্লাহ রব্বুল আলামিন পৃথিবীবাসীর জন্য সংবিধান হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ ﷺ -এর উপর দীর্ঘ তেইশ বছর যাবত এ

কোরআন অবতীর্ণ করেছেন। যখনই প্রয়োজন হয়েছে আল্লাহ পথপ্রদর্শন করেছেন এ কোরআনের মাধ্যমে। এ কোরআন আল্লাহর বাণী। কোরআন পাঠে রয়েছে অগণিত পুরস্কার। এর ফজিলতও অনেক অনেক বেশি। কোরআন আল্লাহর বাণী হওয়ায়, তা পাঠে রয়েছে অসংখ্য ফজিলত। যে পাঠ করবে না তার জন্য রয়েছে শাস্তি। কোরআন যে জানে না অন্ধ ও বধির বলে অবহিত করেছেন আল্লাহ তাআলা।

এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

'কুরআন জানা ও না জানাদের উদাহরণ হলো এক লোক অন্ধ ও বধির আর অন্যজন চক্ষুষ্মান ও শ্রবণশক্তিসম্পন্য এরা দু'জন কি সমান হতে পারে? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো না?

- (সুরা: হুদ ২৪)

মহান আল্লাহ আরো বলেন, 'আর যে ব্যক্তি আমার জিকির তথা কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে তার জন্য দুনিয়ায় হবে সংকীর্ণ জীবন আর কিয়ামতের দিন তাকে উঠানো হবে অন্ধ করে। সে বলবে, হে আমার পালনকর্তা! দুনিয়ায় তো আমি চক্ষুষ্মান ছিলাম কিন্তু এখনে কেনও অন্ধ করে উঠানো হলো? আল্লাহ তাআলা বলবেন, হ্যাঁ এভাবেই তো, আমার আয়াত যখন তোমার কাছে এসেছিল তুমি তাকে ভুলে গিয়েছিলে আজ আমি তোমাকে সে ভাবেই ভুলে গেলাম।

-(সুরা: ত্বহা আয়াত-১২৪-১২৬)

অন্য আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা কোরআন যারা পাঠ (recitation)করে না তাদেরকে গাফিল বলে সম্মোধন করেছেন। আল্লাহ বলেন,

‘যে ব্যক্তি রহমানের স্মরণ (কোরআন) থেকে গাফিল থাকে আমি তার ওপর এক শয়তান চাপিয়ে দেই যা তার বন্ধু হয়ে যায়। এ শয়তান ঐ সব লোককে সঠিক পথে আসতে বাধা দেয়। কিন্তু ঐ লোকেরা মনে করে আমরাতো সঠিক পথেই চলছি। এমনিভাবে যখন ঐরূপ ব্যক্তি আমার নিকট আসবে তখন সে তার সঙ্গী (শয়তান) কে বলবে কী ভালো হতো যদি তোমার ও আমার মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত ব্যবধান হতো! কেননা তুমি ছিলে বড়ই নিকৃষ্ট সাথী।’

- (সুরা: জুখরুফ ৩৬-৩৮)

১২.দ্বীনি ইলম অর্জন না করা (Islamic Knowledge)

ইলম ছাড়া যেমন সঠিকভাবে আমল করা যায় না। আবার দুনিয়ার জীবনে ভালো-মন্দ বুঝতেও ইলমের গুরুত্ব অপরিসীম। এ কারণেই ইলম শেখাকে ফরজ করা হয়েছে। হাদিসে পাকে প্রিয় নবি ঘোষণা দিয়েছেন, ‘ইলম তালাশ করা প্রত্যেক নারী-পুরুষের জন্য আবশ্যক’।ইলম না থাকলে আল্লাহকে ভয় করার গুণ থেকেও বঞ্চিত হতে হয়। অথচ আল্লাহকে ভয় করা মানুষের জন্য সেরা ইবাদত। ইলম না থাকলে আল্লাহকে ভয় করার মতো গুরুত্বপূর্ণ গুণ থেকে বঞ্চিত হয় মানুষ। আর আল্লাহর ভয়ই হলো নেক কাজ করার তাওফিক অর্জন করা।ইলম শেখার কল্যাণেই আল্লাহ তাআলা বান্দার অন্তরে আল্লাহ ভয় উপলব্ধি করার তাওফিক দান করেন ।

১৩.হারাম সম্পর্কে সময়ের ইনভেস্টমেন্ট(illicit adultery)

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءا َ
سَبِيلًا

আর যিনা-ব্যভিচারের কাছেও যেও না, তা হচ্ছে অশ্লীল কাজ আর অতি জঘন্য পথ।

-বনী ইসরাঈল (আয়াত : 32)

সময়ের অপচয় অপাত্রে নিজের অনুভূতির বিসর্জন..! সর্বশেষ আমলনামায় গুনাহের খাতা ভারী।যেই সম্পর্কের কোনো ভবিষ্যৎ নেই, নেই কোনো সুষ্ঠু
পরিনতি। সেই সম্পর্ক কে টেনে হিঁচড়ে বহুদূর নিয়ে কি লাভ!

কেউ যদি চুরি করা গরু কুরবানি করে। তাহলে কী সেটা হালাল হবে? যদি হালাল না হয়। তাহলে বিয়ের উদ্দশ্যে প্রেম কিভাবে হালাল হয়?.. নিজের বিবেকে প্রশ্ন করুন।সিঙ্গেল থাকলে কেউ মারা যায় না। কিন্তু হারামে জড়ালে অন্তরটা মরে যায়। এমনকি তোমার মৃত্যুর কারণ পর্যন্ত হতে পারে..!কোনো নন মাহরাম পুরুষের/নারীর অস্তিত্ব মনে মনে চিন্তা করলেও অন্তরের যিনা হয়.!

ইসলাম কাউকে ভালোবাসতে নিষেধ করে না।
ইসলাম শুধু হারাম ভাবে ভালোবাসতে নিষেধ করে। ভালোবেসে হারামে জড়িয়ে পড়তে নিষেধ করে।অধিকাংশ ছেলে মেয়ের ডিপ্রেশনে /বিষন্নতায় যাওয়ার মূল কারণ হলো, -হারাম সম্পর্ক / হারাম রিলেশনে জড়িয়ে।অন্তত নিজের অসীম পরকালের জীবনের কথা ভেবে হলেও শয়তানের হারাম সম্পর্কে / হারাম রিলেশনের ফাঁদ থেকে বের হয়ে আসা উচিত । বুঝতে চেষ্টা করা উচিত যে, এটা ছোট-খাটো কোনো পাপ নয়, আপনি প্রতিনিয়ত যিনা করে যাচ্ছেন।
আপনি রিলেশন এ থেকে নিজেকে পবিত্র দাবি করা হাস্যকর।

“যেখানে দুজন বেগানা নারী-পুরুষ নির্জনে একত্রিত হয়, সেখানে তৃতীয়জন যে থাকে ওয়াসওয়াসা দেয়ার জন্য সে হল শয়তান।”
-(তিরমিযী : ১১৭১,মিশকাত)

“তোমরা যিনার ধারে কাছেও যেয়ো না। কারণ, এটা লজ্জাজনক ও সবচেয়ে নিকৃষ্ট খারাপ কাজ এবং সকল পাপের দরজা খুলে যায়।”

-(সূরা বনি-ইসরাঈল আয়াত ৩২)

আরবের অল্প বয়সী এক নারী যিনা করেছিল। পরকালে যিনার শাস্তির ভয়াবহতা শুনে রাসূলﷺ এর দরবারে গিয়ে কান্নাকাটি করে বলেছিল আমাকে এই দুনিয়ায় বিচার করেন।তারপর পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়েছিল। -(মুসলিম শরীফ)

“হারাম প্রেমে জড়িয়ে,জিহ্বা দিয়ে কথা বললে জিহ্বার যিনা হয়, কানে শুনা ও চোখেরও যিনা হয়।”

- (মুসলিম, হাদীস ২৬৫৭)

চোখ দিয়ে তাকান চোখের যিনা, কান দিয়ে শোনা কানের যিনা (ফোন আলাপ), রোম্যান্টিক আলাপ-আলোচনা) হাত দিয়ে স্পর্শ করা হাতের যিনা, (ডেটিং বা অশ্লীল কাজের জন্য) হেটে গেলে পায়ের যিনা, যিনার কল্পনা করা ও আশা করা মনের যিনা, অতঃপর লজ্জাস্থানকে পূর্ণ দেয় অথবা অসম্পূর্ণ রেখে দেয়া।

বিবাহিতদের যিনার শাস্তি মৃত্যু দন্ড, অবিবাহিতরা যিনা করলে একশো বেত্রাঘাত।এক-নাগারে একশোবার বেত বা লাঠির আঘাতে মৃত্যু হতে পারে। কিন্তু মৃত্যু হলেও বিচারের সময় দয়া মায়া দেখানো যাবে না।

-(সূরা আন-নূর; আয়াত ২)

রাসুলﷺ সপ্তম আকাশে মেরাজ সফরে শাস্তি পরিদর্শনের সময় একটি জ্বলন্ত চুলার ভিতর থেকে প্রচন্ড চিৎকার ও কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলেন। তারপর রাসূলﷺ দেখলেন

ভিতরে একদল উলঙ্গ নারী-পুরুষ আগুনে জ্বলছে। রাসূল ﷺ সাথে সাথে এই শাস্তির কারন জানতে চাইলেন। ফেরেস্তারা উত্তর দিলো এরা দুনিয়ায় যিনা করেছে।

- (বুখারী ও মুসলিম)

হারাম সম্পর্কে সময়ের এই অপচয় বিষন্নতায় আত্মহত্যার মত জঘন্য কাজ করতেও অন্তর ভীত হয়না ।

"যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোনো বস্তু দিয়ে নিজেকে হত্যা করবে, কিয়ামতের দিন তাকে সে বস্তু দিয়েই শাস্তি প্রদান করা হবে।"

-(বুখারি ৫৭০০; মুসলিম ১১০)

যখন জানাজা শেষে লাশ খাটিয়ায় রাখা হয় এবং পুরুষ লোকেরা তা তাদের কাঁধে তুলে নেয়, সে পুণ্যবান হলে তখন বলতে থাকে, আমাকে সামনে এগিয়ে দাও।আর পুণ্যবান না হলে সে আপন পরিজনকে বলতে থাকে, হায় আফসোস! এটা নিয়ে তোমরা কোথায় যাচ্ছ? মানুষ (ও জ্বীন) ছাড়া সবাই তার চিৎকার শুনতে পায়। মানুষ যদি তা শুনতে পেত তবে অবশ্যই অজ্ঞান হয়ে যেত।"

[বুখারি : ১৩১৬]

বিয়ের আগে সব-রকম প্রেম-ভালোবাসা অবৈধ, অপবিত্র কারণ তা শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আসে।

রাতের সময়কে মুল্যায়ন না করা (Night time)

আমাদের বরেণ্য উলামায়ে কেরামের অনেকে রাতের নির্জনতাকে কাজে লাগিয়েছেন ।যখন সবাই নির্জীব হয়ে যেত তখন তাঁরা সজীব হয়ে উঠতেন। কবি কত সুন্দর বলেছেন-

ويسهر في ذكر وفكر وفى عُلا ومن بات صبا بالعُلا جانب الْغَمْضَا

অর্থ : তিনি তো চিন্তা-গবেষণা, ইবাদাতমগ্নতা ও উন্নতির সাধনায় রাত জাগেন। আর যে উন্নতির কামনা করে সে তো নির্ঘুম রাত কাটাবেই।

রাতকে তিনটি ভাগে কাজে লাগাতেন তারা -একভাগ নামাজে,একভাগ ঘুমে আরেকভাগ কিতাব রচনায়।আর সেই বারাকাহ পূর্ণ সময়কে আমরা কাটাই আড্ডায়,স্ক্রিনটাইমে,আর অসময়ে ঘুমের অভ্যাস গড়ে তুলে।

খেদমত ও সাক্ষাতের নামে সময়ের অপচয়(serving and meeting)

ইবনুল জাওযী রহ.বলেন,

প্রায়ই আমি অনেক মানুষকে দেখি, বিভিন্ন ধরনের মানুষের সাক্ষাত লাভের আশায় তারা দিন-রাত আমার সাথে ছোটা-ছুটি করে। আর একে তারা নাম দিয়েছে 'খেদমত'। কত দীর্ঘ সময় তারা অলস বসে থাকে! কত মানুষের কত রকম কথা তারা বলে! এমনকি কখনো গীবত ও পরচর্চায়ও লিপ্ত হয়ে পড়ে।

কখনো এমনও দেখা যায় যে, লোকজন যার সাক্ষাতপ্রার্থী তিনিও এমনটা আশা করেন এবং এতে আগ্রহ প্রকাশ করেন যে মানুষ আসবে ,খিদমাত করবে ।তারাও নীরবতা ও একাকিত্বকে অপছন্দ করেন, এতে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। বিশেষ করে বিভিন্ন অনুষ্ঠানিকতা বা ঈদের দিনগুলোতে। তখন তো তারা একে অপরের সাথে সাক্ষাত করেন, একত্রে ঘুরতে বের হন, এটাও যদি সালাম ও মোবারকবাদ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকত তবে কথা ছিল, বরং তারা এখানে বহু সময় নষ্ট করেন, অজানাদের মত সময়ের অপচয় করেন

আর এটাই স্বাভাবিক যে, অলস সময় যারা কাটায় এবং অযথা আলাপ-চারিতায় যারা লিপ্ত থাকে তারা এক সময় প্রতারণা কিংবা পরনিন্দায় লিপ্ত হয়েই পড়ে।

সময়ের ব্যাপারে আমাদের দায়বদ্ধতা :(responsibility)

সুস্বাস্থ্য এবং ধন-সম্পদের মতো সময়ও রিযকের অংশ। কিন্তু অন্যান্য রিযকের তুলনায় সময়ের দুটো অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে:

* এক দিনে প্রতিটা মানুষের জন্য নির্ধারিত সময়ের পরিমাণ একই।

* সময় নবায়নযোগ্য নয়, অর্থাৎ সময় একবার চলে গেলে আবার পাওয়া যায় না।

*সময় হলো তরবারির মতো; তুমি যদি তাকে ব্যবহার না করো, সে-ই তোমাকে ব্যবহার করবে।" (ইমাম আশ শাফিঈ রহ.)

পৃথিবীতে একজন মানুষের জন্য কতটুকু সময় বরাদ্দ, এটা একমাত্র আল্লাহ তাআ’লা ই ভাল জানেন। আর এই দিক বিচারে তাই সময় রিযক এর মতোই। পৃথিবীতে কেউ খুব অল্প সময় বাঁচে কিন্তু এর মাঝেও সে অনেক কিছু করে যায়। কারণ সে সময়কে কাজে

লাগিয়েছে। কেউ আবার অনেকদিন বাঁচার পরও তেমন কিছু করে যেতে পারে না। কারণ, সে সময়ের মূল্য অনুধাবন করতে পারেনি।

ওপরের বৈশিষ্ট্যগুলো সময়ের ব্যাপারে আমাদের ধারণাকে সরাসরি প্রভাবিত করে।

আমাদের কাছে সময়ের গুরুত্ব আরও স্পষ্ট করে এই বিষয়গুলো—

*নির্দিষ্ট পরিমাণ সময়কে কোনোভাবেই বাড়ানো সম্ভব না। তবে অন্যদের চেয়ে সময়কে আরও ভালোভাবে কাজে লাগিয়ে কিছুটা এগিয়ে থাকা সম্ভব।

*যেহেতু সময় ফিরে পাওয়া যায় না, কাজেই সময় অপচয় করাটা বোকামি। কেন এমন সম্পদ আপনি অপচয় করবেন, যা কিনা ফিরে পাওয়া যায় না?

*আমরা কেউই জানি না আমরা কতদিন বেঁচে থাকব। তাই বর্তমান সময়টা নষ্ট করার মতো বিলাসিতা কি আমাদের করা উচিত? কোনোভাবেই জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো ভবিষ্যতের জন্য ফেলে রাখা উচিত নয়।

এগুলো মাথায় রাখলে আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সময় কত গুরুত্বপূর্ণ এক সম্পদ। আরও বুঝতে পারি, সময় নষ্ট করা টাকা নষ্ট করার চেয়েও খারাপ! কারণ, টাকা আবারও ফিরে আসতে পারে কিন্তু সময় কখনোই ফিরবে না। সময় নিয়ে যত হাদিস বর্ণিত আছে, সেগুলোকে এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে হাদিসগুলোর অর্থ আমাদের কাছে আরও পরিষ্কার হয়ে যায়।

জীবনে ব্যর্থতার কারণ সময়ের অপচয়(failure in life)

ইসলামের অধিকাংশ ইবাদাত এর ক্ষেত্রে সময়ের গুরুত্ব বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কেননা ইসলামের সব ইবাদতই সময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত- শুরু ও শেষ হিসেবে। বরং ইবাদত সহিহ-শুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য সময়কে নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে। ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য সময়ানুবর্তিতাকে শর্ত দিয়ে সময়ের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

নামাজ যা আমাদের দ্বীনের অন্যতম স্তম্ভ, রাত দিনকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে এর ওয়াক্ত নির্ধারিত সময় ও নির্দিষ্ট আলামতে করা হয়েছে। ইসলামের অন্যান্য রোকন- সিয়াম এ রয়েছে বাৎসরিক নির্ধারিত সময়। জাকাতের হিসাবের জন্য নির্ধারিত সময় ধর্তব্য, হজের বিষয়েও একই সময় নির্ধারিত। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কিংবা সময় হিসাব করেই ইবাদত-বন্দেগি পালন করার হুকুমের মধ্য দিয়ে আল্লাহতায়ালা সময়ের গুরুত্ব শিখিয়েছেন।

আল্লাহকে ভয় করা। জীবন ও প্রাত্যহিক কাজকর্মের প্রতি নিজের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে মনোযোগী হওয়া।

“আমাদেরকে কে দেখছেন ..? আল্ল...হ।”

-মুহতারাম মুফতি জুবায়ের উস্তাজ(হাফিজাহুল্লাহ)

আল্লাহতাআলা আমাদেরকে সর্বক্ষণ পর্যবেক্ষণ করছেন। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত, তার পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে আমাদের বিবেচক হওয়া এবং তাকে স্মরণ করার ওপর গুরুত্বারোপ করা। আমরা যদি আল্লাহকে ভয় করি এবং সর্বক্ষেত্রে তার সম্পর্কে সচেতন হয়ে জীবনযাপন করি, তাহলে আমরা আমাদের সময়ের ব্যাপারেও দায়িত্বশীল হবো এবং এর সদ্ব্যবহার করবো।

সময় সংরক্ষণে সহযোগী বিষয়াবলী(preservation)

সময়ের সদ্ব্যবহারে যে বিষয়গুলো আমাদের জন্য সহযোগী হতে পারে সেগুলো সম্পর্কে আমাদের অবগত থাকা দরকার। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছু সহযোগী বিষয় এখানে উল্লেখ করা হল,

১.দিনের কাজগুলো সুশৃঙ্খলভাবে ও প্রাত্যহিক রুটিন মাফিক সম্পন্ন করা।

২.অর্থহীন ও বেফায়দা মজলিস থেকে বিরত থাকা।

৩.যে কোন ক্ষেত্রে অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় বিষয় পরিহার করা।

৪.যারা পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী, বিচক্ষণ ও মেধাবী এবং সময়ের ব্যাপারে সাবধানী ও দূরদর্শী তাদের সঙ্গ ও সাহচর্য লাভে সচেষ্ট হওয়া।

৫.পূর্ববর্তী মনীষীগণের, বিশেষত অনন্য সাধারণ আলেম উলামার জীবনী অধ্যয়ন করা যা তোমার মাঝে উদ্দীপনা ও প্রেরণা যোগাবে।

৬.ইলমী কোন বিষয়ের উদ্ভাবন ও কোন কাজ আঞ্জামের মাধ্যমে সময় হেফাযতের স্বাদ লাভে সচেষ্ট থাকা।

৭.জ্ঞানের সমৃদ্ধি ও জানার পরিধির সম্প্রসারণে এবং বিভিন্ন বিষয়ের পঠন ও অধ্যয়নে যথাসম্ভব নিমগ্ন থাকা।

এসব বিষয়গুলো আমাদেরকে সময়ের মূল্য ও মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন করে তুলবে, আমাদের ভেতরে সময়ের সদ্ব্যবহারের ব্যাকুলতা সৃষ্টি করবে এবং আমাদের মানসিকতা এভাবে গড়ে দেবে যে, আমরা শুধু এর সদ্ব্যবহারই করবো, অপচয় করবো না। এর থেকে উপকৃত হব ইন্ শা আল্লাহ।

শীতের রাতের দীর্ঘতার প্রশংসা(winter night)

শীতকালের পরিবর্তন মুমিনের জন্য রহমত হয়ে আসে।আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শীতকালকে মুমিনের বসন্তকাল বলেছেন।

হজরত আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুল ْصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم বলেন

,

‘শীতকাল হচ্ছে মুমিনের বসন্তকাল।’

-(মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১১৬৫৬)

এসময় রজনী অনেক দীর্ঘ ও দিন একেবারে ছোট হয়ে যাওয়ায় চাইলেই রাত্রিকালীন নফল ইবাদত, তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করতে পারেন যে কেউ। আবার দিন ছোট হওয়ায় **প্রত্যেক সপ্তাহ ও মাসে যেই নফল রোজাগুলো** রাখার কথা রয়েছে তা সহজেই পালন করা সম্ভব।

এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে— ‘শীতের রাত দীর্ঘ হওয়ায় মুমিন রাত্রিকালীন নফল নামাজ আদায় করতে পারে এবং দিন ছোট হওয়ায় রোজা রাখতে পারে।’

-(বায়হাকি, হাদিস : ৩৯৪০)

প্রখ্যাত সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলতেন,

‘শীতকালকে স্বাগতম। কেননা তা বারাকাহ বয়ে আনে। রাতগুলো দীর্ঘ হয়। ফলে তা ‘কিয়ামুল লাইল’র জন্য (রাতের তাহাজ্জুদ নামাজ) সহায়ক এবং দিন ছোট হওয়ায় রোজা রাখতে সহজ।’

-(আল-মাকাসিদুল হাসানা, হাদিস : ২৫০)

ইবনে রজব হাম্বলি (রহ.) বলেন—

শীতকাল মুমিনদের বসন্ত। কারণ, এ সময়ে মুমিন আল্লাহর আনুগত্যের বাগানগুলোতে আনন্দ-উল্লসিত হয়। ইবাদত-বন্দেগির চারণভূমিতে বিচরণ করে। সহজ-ছোট আমলগুলোর কানন-বীথিতে পরিভ্রমণ করে।

- (লাতায়িফুল মাআরিফ ফিমা লিল মাওয়াসিমি মিনাল ওজায়িফ, পৃষ্ঠা : ৩২৬)

শীতের রাত্রিগুলোকে যথাসাধ্য মূল্যায়ন করা উচিত। কেননা তা দীর্ঘ ও প্রলম্বিত হয়ে থাকে। তাই আবেদ ও আলেমগণের নিকট এর যথেষ্ট মর্যাদা রয়েছে। বলা যায়, তা তাদের কাছে অমূল্য রত্নতুল্য।আবেদগণ কুরআন তেলাওয়াত, নামায ও ইস্তেগফারের মাধ্যমে তা কাজে লাগান, আর আলেমগণ জ্ঞানার্জন, রচনা ও মুযাকারার মাধ্যমে তা অতিবাহিত করেন।এ যেন এক প্রশান্তি চাদর..!

معجم الأدباء গ্রন্থে ভাষাবিদ আল্লামা আবু হিলাল আসকারী হাসান ইবন আবদুল্লাহ রহ. (মৃত্যু ৩৯৫ হিজরীর পর) এর একটি কবিতার কিছু পঙ্ক্তি উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে তিনি অন্যান্য সময়ের তুলনায় শীতের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন এবং শীতের রাত্রির দীর্ঘতার প্রশংসা করেছেন

وليال أطلن مدة درسى مثلما قد مدَدْنَ في عمر الهوى مر لى بعضُها بفقه ، وبعضُ بين شعرٍ أخذتُ فيه ونحو

অর্থ : কতক রজনী দীর্ঘ করেছে আমার অধ্যয়ন, যেমনি বিস্তৃত করেছে জীবনের বিনোদন। যার কতক কেটেছে আমার ফিকহের 'আলিঙ্গনে' আর কতক ব্যাকরণ চর্চা ও কবিতার চরণে।

যারা কোন কিছু হিফয বা মুখস্থ করতে চায় এবং অল্প সময়ে বেশী কিছু আয়ত্ত করতে চায়, তাদের উচিৎ উল্লিখিত সময়গুলোকে সর্বোচ্চ মূল্যায়ন করা এবং কাজে লাগানো।

হিফজের উপযুক্ত সময়গুলো হল, রাতের শেষ প্রহর বা সাহরীর সময়। অতঃপর দিনের প্রথম ভাগ, তারপর দিনের অন্যান্য সময়। তবে দিনের চেয়ে রাত এবং পরিতৃপ্তির মুহূর্ত থেকে ক্ষুধার মুহূর্ত হিফযের জন্য অধিক উপযোগী।

ছাত্রের জন্য উচিৎ, বাকী জীবনটা গণিমত হিসাবে গ্রহণ করা এবং রাত দিনের সময়গুলোকে গুরুত্বপূর্ণ কাজের মাঝে

আর হিফযের জন্য উৎকৃষ্ট সময় হলো সেহরীর সময়, গবেষণার জন্য ভোরবেলা তথা দিনের শুরুভাগ, লেখালেখির জন্য দিনের মধ্যভাগ আর মুতালাআ ও মুযাকারার জন্য রাত্রিবেলা।

সময়ের হেফাজতে কৃত্রিমতা বর্জন(Avoid artificiality)

বাগদাদের সর্ববৃহৎ ও সর্বোন্নত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান "মাদরাসায়ে নেযামিয়া" এর শিক্ষক ইয়াহয়া বিন কাসিম বলেন, ইবন সুকায়না র. এর যেমনি ছিল ইলম, তেমনি ছিল তদনুযায়ী আমল। একটি মুহূর্তও তিনি নষ্ট করতেন না হেলায়। যখন আমরা তাঁর সাথে لا تزيدوا على سلام عليكم مسألة - (তোমরা সালাম দেয়ার পর আর কোন কুশল প্রশ্ন করো না বরং মূল আলোচনায় চলে আস)। শুধু সময়ের হেফাযতের জন্য এবং ইলমী আলোচনার প্রতি অত্যাগ্রহের জন্যই তিনি তা করতেন।

আল্লাহু আকবার! কী আশ্চর্য বিষয়! কী বিস্ময়কর অবস্থা!! সাক্ষাৎপ্রার্থীকে শুধু সালামেই সীমাবদ্ধ থাকতে বলা, সাক্ষাতের সৌজন্য-ভদ্রতার লৌকিকতা পরিহার করা এবং সালামের পরপরই ইলমী আলোচনা বা অধ্যয়নে মগ্ন হতে বলা! আহ! কতইনা কঠিনভাবে সময়ের মূল্যায়ন করতেন তাঁরা! কী বুঝ, কী উপলব্ধি আল্লাহ দান করেছিলেন তাঁদের!কোথায় আজ খুঁজে পাব এর দৃষ্টান্ত, কিংবা নিকটতর কোন নমুনা বা আমাদের ভেতরে ঐ জযবা।

সময়ের সংরক্ষণে হস্তলিপির সৌন্দর্য্য

সময়ের সংরক্ষণ ও তার যথার্থ মূল্যায়নের কারণে আলেমদের অনেকের লেখা সুন্দর করণের প্রতিও অমনোযোগী ছিলেন। সেদিকে তারা তেমন গুরুত্বারোপও করেননি।

লেখা বোঝা ও তার অর্থ উপলব্ধির ক্ষেত্রে সাধারণত যে বিষয়টি বাধার সৃষ্টি করে তা হল হস্তলিপির অসৌন্দর্য্যতা। এ ব্যাপারে ইমাম আবুল হাছান মাওয়ারদী রহ. অতি মূল্যবান এক আশ্চর্য্য গ্রন্থে(أدب الدنيا والدين)লিখেন-

"হস্তাক্ষরের সৌন্দর্যের বিষয়কে আরবগণ অনেক মূল্যায়ন করে এবং অতি উপকারী বিষয় বলে গণ্য করে। এমনকি তারা বলে, লেখা হল এক প্রকার 'যবান'। সুতরাং এর সৌন্দর্যও এক ধরনের বিশুদ্ধতা ও বাগ্মিতা। তবে আলেমগণের অনেকেই এর প্রতি মনোনিবেশ করেননি। কারণ এর জন্য ইলমের প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি অর্জনের সময় অন্যখাতে ব্যয় হবে। (মনোযোগ অন্যদিকে নিবদ্ধ হবে।)

লক্ষ্য করার বিষয়, আসলে হস্তাক্ষর অসুন্দর হওয়া তো সৌভাগ্যের কোনো বিষয় হতে পারে না। সৌভাগ্যের বিষয় হল, ইলমী মগ্নতা থেকে মনোযোগ হরণকারী কিছু না থাকা।

শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. বলেন, এই যে বলা হল-'অধিকাংশ বড় বড় আলেমের লেখা অসুন্দর' এর সুস্পষ্ট প্রমাণ হল, হাফেয ইবন হাজার ও হাফেয সুয়ূতীর লেখা। এ দুই 'ব্যক্তি' বহু বিষয়ে বহু কিতাব রচনা করেছেন। কিন্তু তাঁদের লেখা খুব একটা সুন্দর ছিল না। লেখা সুন্দর না হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের মত এমন দৃষ্টান্ত উলামায়ে কেরামের মাঝে খুব একটা কম নয়।

আল্লাহর জন্য ব্যয়িত সময়টুকুই আমাদের জীবনের মুলধন(Time for Creator)

প্রকৃতপক্ষে দুনিয়ার জীবন তো কিছু সময়ের সমষ্টি বৈ কিছু নয়। এক কথায়, 'সময়ই জীবন'। আর পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনও তো এই সময়েরই উপর নির্ভরশীল। হোক তা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জান্নাতী জীবন কিংবা দুঃখ-যাতনার জাহান্নামী জীবন।

সময়ের মূল্যায়ন করে ও আল্লাহর রাহে ব্যয় করে যেমন জান্নাত লাভের আশা করা যায়, তেমনি এর অবমূল্যায়ন ও অপাত্রে ব্যয়ের কারণে- আল্লাহ মাফ করুন- জাহান্নামের ফায়সালার আশঙ্কাও রয়ে যায়।

আর আল্লাহ তা'আলা তো মানুষকে সৃষ্টিই করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। সুতরাং বলা যায়, যে সময়টুকু মানুষ আল্লাহর জন্য- তাঁর আদেশ পালনে ও নিষেধ থেকে নিজেকে দমনে ব্যয় করে তা-ই তার জীবন, অর্থাৎ সৃষ্টিগত উদ্দেশ্য বিবেচনায়, সেটুকুই মানব জীবন বলে গণ্য হবে। আর বাকী সময়টা, যতই দীর্ঘ জীবন সে লাভ করুক না কেন- সেটা পশুত্বের জীবন।

যদি কেউ তার সময় ও জীবনকে উদাসীনতা, প্রবৃত্তি পূজা ও কামনা-বাসনা চরিতার্থ করে কাটায় তবে বলা যায়- তার জীবনের ঐ সময়টুকুই সবচে' ভাল কাটল, যেটুকু সে ঘুমে ও কর্মহীনতায় কাটাল। এ ধরনের মানুষের জন্য জীবনের চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়। বিষয়টি বোঝার স্বার্থে একটি উদাহরণ পেশ করা যায়, যখন কোন বান্দা নামাযে দাঁড়ায় তখন নামাযের ঐ অংশটুকুই তার উপকারে আসে যেটুকু সে সজ্ঞানে ও একাগ্রতার সাথে আদায় করে। বাহ্যত যা-ই হোক, প্রকৃতপক্ষে সেটুকুই তার নামায বলে বিবেচিত হয়।

তবে কি আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি না, যে সময়টা মানুষ আল্লাহর রাহে, তাঁর ইবাদাত-বন্দেগীতে ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনে অতিবাহিত করে সে অংশটুকুই প্রকৃত জীবন; সেটাই তার যথার্থ আয়ুষ্কাল!

আরেফ ইবন আতাউল্লাহ সিকান্দারী বলেন, তোমার জীবন থেকে যে সময় হারিয়ে গেল তার কোনো বিনিময় হতে পারে না। আর যা কিছু অর্জিত হল তার কোনো মূল্য হতে পারে না।তিনি আরও বলেন, জীবনের সূচনা তো মানুষের জন্মের দিন থেকে নয়, বরং আল্লাহকে চেনার প্রথম দিন থেকে। সুতরাং আল্লাহর আনুগত্য ছাড়া জীবনের যেটুকু অংশ ব্যয়িত হয়েছে সেটা তো জীবনের খাতায় ও জমার হিসেবে আসতে পারে না।

দ্বীনি ইলম অর্জনে সময়কে কাজে লাগানো(Time with acquiring Islamic knowledge)

ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা করা আল্লাহর দেওয়া বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে আল্লাহর প্রতি অ জীবনযাপনও করা সম্ভব হবে না। তাই ইসলামের মৌলিক জ্ঞানার্জন মুসলিমের জন্য আবশ্যক। আর এ জ্ঞান ধীরে ধীরে বাড়ানোর চেষ্টাও হবে। এভাবে আমরা আরেকটা লক্ষ্য পেয়ে গেলাম, যাকে কেন্দ্র টাইম ম্যানেজমেন্ট করব। কারণ, সময়কে ভালোভাবে গুছিয়ে না নিয়ে ইসলামি জ্ঞানার্জন সম্ভব না।

তাই স্পষ্টতই টাইম ম্যানেজমেন্ট একজন মুসলিমের জীবনের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। আরও একটি লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, ইসলামে 'ইবাদাতের সাথে জড়িত কাজগুলো নির্দিষ্ট সময়ের ভেতরেই করতে হয়। যেমন, দিনে পাঁচবার নির্দিষ্ট একটি সময়ের মধ্যে সালাত আদায় করতে হয়। এভাবে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক বার সালাত আদায়ের অভ্যাস একজন ব্যক্তির মাঝে টাইম ম্যানেজমেন্টের একটি বোধ তৈরি করে। সাওম আর হাজ্জ দুটিই বছরের নির্দিষ্ট দুটো মাসের জন্য নির্দিষ্ট। এর ফলে বছরের কোন মাসে আমরা আছি, এটা জানাটা সহজ হয়ে যায়। আবার যাকাতও বার্ষিক একটি বিষয়, তথা সময়ের সাথে জড়িত। অতএব, বোঝা যাচ্ছে সময় আমাদের ধর্মে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার, তাই সময়ের সঠিক ব্যবহার করা খুবই দরকারি। জীবনের উদ্দেশ্য ঠিক করা এবং সে উদ্দেশ্যে পৌঁছানোর জন্য ছোট ছোট লক্ষ্য নির্ধারণ করা টাইম ম্যানেজমেন্টের প্রথম ধাপ।

⇒ ইলম মনে রাখার জন্য নিম্নোক্ত কাজগুলোঃ

১. গুনাহ ত্যাগ করতে পারলেই ইলমে বারাকাহ পাওয়া যাবে এবং ইলমে নূর চলে আসবে।

২. পড়তে বসার আগে পড়বো

ربِّ زِدْنِي عِلْما رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

-My Lord, expand [i.e, relax] for me my chest [with assurance] And ease for me my task And untie the knot from my tongue That they may understand my speech.

(Surah Ta-Ha 20: 114,25-28)

৩. কোনকিছু ভুলে গেলে দরূদ শরীফ পড়বো।

→ মুহতারাম মুজিব উস্তায (হাফিঃ)

অলসতা ও বিরক্তি দূর করার উপায়

১.যদি আমরা কোন কাজে উৎসাহ না পাই, গুরুত্ব উপলব্ধি না করি অথবা ভারাক্রান্ত মনে করতে হয়, তাহলে প্রফেশনাল হওয়ার চেষ্টা করবো। স্টিভেন প্রেসফিল্ডের ‘The War of Art’ গ্রন্থে কেবল একজন প্রফেশনাল হিসেবে প্রতিদিনের কাজটি সম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে (অলসতার বিরুদ্ধে) 'প্রতিরোধ' যুদ্ধের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ঠিক একজন প্রফেশনাল অ্যাথলেট(খেলোয়াড়) যেমন ভালো লাগুক কিংবা না লাগুক প্রতিদিনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেন। ইচ্ছে হোক আর না হোক একজন প্রফেশনাল রাইটার(লেখক)যেমন প্রতিদিন লিখেন। মেজাজ যেমনই থাকুক না কেন, একজন কর্পোরেট জব হোল্ডার প্রতিদিন সকালে কাজে উপস্থিত হন। আমাদের কাজের প্রতি পেশাদার দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে এবং আবেগকে একপাশে সরিয়ে রেখে এর সঙ্গে মানিয়ে

নিতে হবে আর ভাবতে হবে যে সময়কে সঠিক ভাবে কাজে লাগিয়ে দুনিয়াতেই আমাদেরকে আখিরাতের পুণ্যের পাল্লা ভারি করতে হবে ,এটাই আল্লাহর হুকুম ।

২.আমরা কাজটি কিভাবে করবো বুঝতে পারছিনা এবং কীভাবে মোকাবিলা করবো সে ব্যাপারেও ধারণা নেই: ইতঃপূর্বে কাজটি করেছেন এমন কারও কাছে সাহায্য চেয়ে সহজেই এর সমাধান করে নিতে পারি অথবা আমরা কীভাবে টাস্কটি সেরা উপায়ে সম্পন্ন করতে পারি, তার ওপর অনলাইনে পড়াশোনা কিংবা সহপাঠিদের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারি। ভাল কাজে কারও সাহায্য চাইতে সংকোচ করবো না ইন্ শা আল্লাহ।

৩.আমরা যদি খুব আকর্ষণীয় কিছু নিয়ে কাজ করছি যা করা বাস্তবিকই কঠিন। কারণ, উদ্দীপনামূলক কিছু থেকে মনোযোগ সরিয়ে বিরক্তিকর কিছুতে মন দেওয়া খুব সহজ নয়। আমরা এ ক্ষেত্রে বিরক্তিকর কাজটিতে গেমের মত করে বা ট্রিক্স ফলো করে নিজের মতো আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা করতে পারি।

৪.আমাদের ইনবক্সে আসা প্রতিটি কাজের একটি ছোটো স্লিপ বা নোট তৈরি করে রাখতে পারি যেন কাজটি করার নির্ধারিত তারিখ/সময়/বিবরণ ইত্যাদি চিহ্নিত থাকে।রেস্টুরেন্টের শেফ যেভাবে টিকেট/প্রাইস কার্ড সাজায়, সেভাবে এগুলো সাজিয়ে নিতে পারি যেন আমাদের কাজ অল্প সময়ে গুছিয়ে শেষ করে ফেলতে পারি।

৫.আমরা প্রতিটি টিকেট একটা একটা করে কমিয়ে ফেলবো যখন যে টাস্ক টা করা শেষ হবে। এক ঘণ্টার মধ্যে কতগুলো কাজ আমি করতে পারি,এভাবে নিজেকে তার চ্যালেঞ্জ করতে পারি।

৬.দুনিয়াজুড়ে বিচিত্র সব গেমিফিকেশন আইডিয়া আছে। আমরা নিজেদের জন্য উপযুক্ত একটা আইডিয়া খুঁজে নিতে পারি। আমরা আমাদের আইডিয়া অধিক সফল কিভাবে করতে পারি এখানে কিছু টিপস শেয়ার করা হলো:

৭.প্রতিটি ভালো ট্রিকস এর সাথে পুরস্কার রাখতে পারি নিজের জন্য । কতটুকু সময়ে কতটুকু কাজ করলে নিজেকে আমি কত পয়েন্ট বা কী পুরস্কার দেবো, তা নির্ধারণ করে রাখতে পারি । সাধারণ সময়াবদ্ধ ট্রিকস অধিক মজার। নিজেকে সারাদিন সুযোগ দেওয়ার চেয়ে 'যত বেশি টাস্কসম্পন্ন করার জন্য' নিজেকে মাত্র এক ঘণ্টার সময়-সুযোগ বেঁধে দেওয়াটা অধিক আকর্ষণীয়।

৮.আমাদের বন্ধু/সহকর্মীদের সাথে যোগ দিতে পারি। সামান্য সুস্থ প্রতিযোগিতা অলসতা জয়ের পথে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যায়।

৯. দ্বীনি হালাকা করতে পারি বা কোথাও যোগ দিতে পারি যা আমাদেরকে বার বার দুনিয়ার সীমিত সময়কে আল্লাহর পথে কিভাবে কাজে লাগানো যায় সে বিষয়ে সেল্ফ রিমাইন্ডার হিসেবে বা থেরাপি হিসেবে কাজ করবে ইন্ শা আল্লাহ।

'পোমোডোরো'(The Pomodoro technique)

'পোমোডোরো' নামক আরেকটি টেকনিক আছে। এটা অলসতাকে পায়ে মাড়িয়ে তিনটি পর্যায়ে কার্যকর উপায়ে কাজ করার জন্য প্রমাণিত। ব্যক্তিগতভাবে এটা আমার পছন্দের।

pomodorotechnique.com-এ ফ্রান্সিসকো সেরিলো পরামর্শ দেন, আপনার কেবল ঠিক করতে হবে, কাজটি ২৫ মিনিট সময়জুড়ে মোকাবিলা করবেন। এরপর ২৫ মিনিটের টাইমার সেট করে আপনাকে শুরু করতে হবে। ২৫ মিনিট সম্পূর্ণ হলে ৫ মিনিট বিরতি দিন; এরপর পরবর্তী ২৫ মিনিটের জন্য কাজ করুন। এমনকী এ সময়টাতে যদি এক

টুকরো কাগজের দিকে স্থির তাকিয়েও থাকতে হয়, তারপরও থামবেন না-প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখুন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, সেই 'পঁচিশ মিনিট' কাজটি করতে আপনার মানসিক জড়তাকে কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে এবং ২৫ মিনিট পর আপনার থামাটা কঠিন মনে হবে, যদি না আপনি কাজটিকে সত্যি সত্যিই অপছন্দ করেন!

অনেকে এই টেকনিকটি ব্যবহারের আশ্চর্যজনক ফলাফল পেয়েছেন। ২৫ মিনিট সাইকেলের সৌন্দর্য হচ্ছে, এটা ততটা দীর্ঘ নয় যে হ্যান্ডেল করা কঠিন মনে হবে এবং এতটা সংক্ষিপ্তও নয় যে, অগ্রগতিটা নেহায়েত সামান্য মনে হয়। তা ছাড়া পোমোডোরো টেকনিকটা অগ্রতির জন্য আমাদের আগ্রহকে কাজে লাগিয়ে কাজের প্রতি আমাদের উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে এবং অলসতাকে ঝেড়ে ফেলতে সাহায্য করে।

অবসর যেন বিবেক নিয়ন্ত্রিত হয়(leisure time)

সময়ের হেফাযত ও মূল্যায়ন বলতে এমন নয় যে, তোমরা সব সময়ই কাজ আর কাজ করে যাবো, গোটা জীবনই শুধু মেহনত আর সাধনা করে যাবো, সেখানে না থাকবে কোন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আর না থাকবে কোন বিশ্রাম ও আনন্দ। তা হবে একেবারে শুষ্ক, কঠোর, যেন কোন গোমড়ামুখ, যাতে না আছে হাসির চিহ্ন, না আছে কোন খুশী-আনন্দ। বরং আমাদের জীবনে কাজের সময়ের চেয়ে যেন অবসর সময় বেশী হয়ে না যায়। আর কর্মশূন্য সময় যেন কর্মপূর্ণ সময়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে না ফেলে এবং প্রাধান্য প্রাপ্ত হয়ে না যায়। এমন যেন না হয় যে, অবসর সময়টাই জীবনের মূল ও সারাংশে পরিণত হয়ে বসেছে আর কর্মময় সময় হয়ে গেছে প্রাসঙ্গিক বা পার্শ্ব বিষয়। আমাদের অবসর সময়গুলো যেন কর্মময় সময়ের মত বিবেক নিয়ন্ত্রিত হয়, আকল-বুদ্ধি দিয়ে পরিচালিত হয়।

সময়ের বারাকাহ নেই?(Blessing in time)

অনেকেই অভিযোগ করে-সময়ের বারাকাহ চলে গেছে। কিন্তু আমি মনে করি না, সব ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য। বারাকাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে উপহার এবং কেউ তাঁর কাছে বারাকাহ চাইলে, পাওয়ার চেষ্টা করে গেলে তিনি তাকে সেটা দেন। তো আমরা যদি আল্লাহর কাছে সময়ের বারাকাহ চেয়ে দু'আ না করে থাকি, এখনই যান করবো! (হ্যাঁ! বই বন্ধ করে, আগে দু'আ করে আসবো, শেষ হলে এ পৃষ্ঠা থেকে আবার পড়া শুরু করবো)। যদি আমরা বারাকার জন্য দু'আ করেও কোনো পরিবর্তন দেখতে না পাই, তা হলে আমাদের জীবনযাপনে পরিবর্তন দরকার। হতে পারে আমাদের মধ্যে কিছু অভ্যাস বদলাতে হবে এবং এভাবে বারাকাহ পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে যেতে হবে।

বারাকাহর জন্য দোয়া করা

 প্রতিনিয়ত সময়ের সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

আমাদের রাসুলﷺ এবং সাহাবায়ে কেরামদের জীবনি আর কাজের প্রশস্ততা দেখলেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে কিভাবে সময়ের বারাকাহ আল্লাহর কাছে চেয়ে নিতে হয় এবং সেটাকে কিভাবে কাজে লাগাতে হয়. বি ইয নিল্লাহ।

জীবনে সময়ের বরকত পেতে হলে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে শ্রেষ্ঠ ইবাদত নামাযকে সময়মত আদায়ে।পুরুষদের সাধ্যমত জামআতে নামায পড়তে হবে।

[মহিলাদের জন্য, আউয়াল অর্থাৎ, 'ওয়াক্তের শুরুতে' নামায পড়া জরুরি]

যদি কেউ জামআত ছেড়ে দেয়াকে অভয়ে পরিণত করে এবং 'নামায পরে পড়ব' বা জামআতে নামায না পড়ে জীবনে সময়ের বরকতের সন্ধান করে তবে তা নেহায়েত বোকামী।যদি কেউ জামআত ছেড়ে দেয়াকে অভ্যাসে পরিণত করে এবং 'নামায পরে পড়ব' বলে পার্থিব কাজকে প্রাধান্য দিতে থাকে, সে নিজের ভীষণ ক্ষতি করল। আল্লাহ পাক যখন হুকুম করলেন "জামআতে নামায পড়" বান্দা তখনও জাগতিক কাজে ব্যস্ত রইল – এটা নিজের উপর অনেক বড় জুলুম।জামআতে নামায আদায়কারী আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমতে সময় ও কাজে অশেষ বরকত ও কল্যাণ অর্জন করে থাকে।

"আত্মশুদ্ধির ১ম স্তর-এমনভাবে নামাজ পড়বো যেন আমি আল্লাহকে দেখছি।

২য় স্তর-নয়তো এমনভাবে ইবাদত করবো যেন আল্লাহ আমাকে দেখছেন।"

- মুহতারাম যুবায়ের হাসান উড্ডায(হাফিঃ)

সাফল্যের চাবিকাঠি হল যৌবনকাল(youthfulness)

প্রকৃত জীবন ও কর্মময় জীবন হল জীবনের মধ্যভাগ- অর্থাৎ যৌবন কাল। কেননা এই কালটিই অর্জন ও কর্মের বিস্তৃত ময়দান, সৃষ্টি ও উদ্ভাবনের এবং দান ও অবদানের বিশাল ক্ষেত্র। এসময় শক্তি থাকে পরিপূর্ণ, মনোবল থাকে সুউচ্চ। আর অসুস্থতা, দুর্বলতা বা কোন প্রতিবন্ধকতা...! তা তো নয় এ বয়সের ধর্ম।হাফছা বিনতে সীরীন র.- তিনিও ছিলেন এক মহান তাবেয়ীয়াহ্- তিনি বলেন,

يا معشر الشباب، خُذوا من أنفسكم وأنتم شباب فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب

অর্থ : হে যুব সম্প্রদায়! যৌবন থাকা অবস্থায় তোমরা নিজেদের থেকে কাজ আদায় করে নাও। কেননা, আমি তো শুধু যুবকদেরকেই কর্মমুখর দেখতে পাই।

আর পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান-সাধনার পথে বাধাদানকারী বিভিন্ন সম্পর্ক ও প্রতিবন্ধক বিষয়াদি থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকবে। কেননা এ সকল বিষয় হল ইলমী পথে ডাকাততুল্য।

এ জন্যই তো বলা হয়ে থাকে-

العلم لا يُعطيك بعضه حتى تُعطيه كلك-

অর্থ: ইলম তোমাকে সামান্যও দেবে না যতক্ষণ না তুমি তাকে তোমার পূর্ণাঙ্গ (সর্বস্ব) দেবে।)

বিভিন্ন অক্ষমতা এবং দায়িত্ব ও ব্যস্ততার প্রতিবন্ধকতা আসার পূর্বেই উদ্যম ও সুস্থতা, যৌবন ও তারুণ্যের উচ্ছলতা, চিন্তা- ভাবনার পরিশুদ্ধতা এবং ব্যস্ততার স্বল্পতাকে মূল্যায়ন করা।

: যৌবন কাল ও তার দিনগুলো একমাত্র আল্লাহরই বিশেষ দান। হায়, যদি নতুনভাবে তা ধার নেয়া যেতো তবে তাই নেয়া হতো। কত না সংক্ষিপ্ত তার দিন রাত, যেমনটা সংক্ষিপ্ত হয় সুখের দিনকাল।

“মানুষের বাহবা এবং দুনিয়াবী প্রশংসা পাওয়ার জন্য কোন কাজ করবো না। জীবনের সবকিছুর উদ্দেশ্য থাকবে কেবল একটাই!-"রবের সন্তুষ্টি"

- মুহতারাম যুবায়ের হাসান উস্তায (হাফিঃ)

সোস্যাল মিডিয়ার সময়কে কাজে লাগানো(Social media)

বলা হয়ে থাকে জ্ঞানের স্তর তিনটি:

১. যে প্রথম স্তরে প্রবেশ করবে সে অহংকারী হয়ে উঠবে যেন সে সবকিছুই জানে।

২. দ্বিতীয় স্তরে প্রবেশ করার পর সে বিনয়ী হয়ে উঠবে।

৩. তৃতীয় স্তরে প্রবেশ করার পর সে নিজের অজ্ঞতা বুঝতে পারবে। নিজেকে মূল্যায়ন করতে নিজ্ঞের জ্ঞান সম্পর্কে নিশ্চিত হোন। এতে আপনার কর্মপরিকল্পনায় সুবিধা হবে।

আপনি শুনুন বেশি, বলুন কম। দেখবেন আপনার সময় সবচেয়ে সঠিক উপায়ে ব্যবহার করতে পারবেন।

বেশি সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করলে এক সময়ে এমনিই খারাপ লাগা শুরু করে। সারাক্ষণ অন্যদের খবর নিয়ে বেড়ানো কোনো ভাল কাজের কথা না। যখন ভালো লাগবে না তখন মোবাইল, ল্যাপটপ সব ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াতে হবে। চুপচাপ কিছুক্ষণ ভাবতে হবে যে এটা করে আমার লাভ কি। মনে তখন এক ধরনের অনুশোচনা হবে, যা আমাদেরকে বাস্তবে ফিরে আসতে সাহায্য করবে। এক্ষেত্রে আমরা সোশ্যাল মিডিয়া ছেড়ে বই পড়া শুরু করতে পারি, এটা কাজে দিবে যদি আমি বইপ্রেমি হয়ে থাকি। আর একটা ভালো বুদ্ধি হল মোবাইলে নোটিফিকেশন বন্ধ করা, মোবাইল থেকে সোশ্যাল মিডিয়ার ফাংশনগুলো কমিয়ে আনা। মোবাইলে কাজের অ্যাপ নামিয়ে নিয়ে সেগুলোতে সময় দেয়া(যেমন আমাদের দ্বীনি ইল্ম অর্জনের প্লাটফর্ম -IOM)।এতে অনেকটাই আসক্তি কমে যাবে বলে মনে হয়। মোবাইল হাতের কাছ থেকে দূরে রাখাও কার্যকরী হতে পারে।

আমরা যতটা পারি কম সময় কাচালোর চেষ্টা করবো সোশ্যাল সাইটগুলোতে।দরকারি অথবা এমন হয় না যে মাঝে মাঝে একদম বোরিং লাগে ঐ সময়টুকুতে কারো সাথে কথা বা ভিডিও দেখতে পারি। বোরিং সময়গুলোতেও পারলে শিক্ষামূলক কোনো ভিডিও দেখতে পারি যার মধ্যে হাসির সাথেও জ্ঞান অর্জন সম্ভব। বিভিন্ন শিক্ষামূলক পোস্ট, গ্রুপ,সাইকোলজি গ্রুপ, নিউজ এগুলোতে যুক্ত হতে পারি।প্রশ্ন করতে পারি, উত্তর জানতে পারি ।এতে আমাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়বে।চেনা পরিচিত ছাড়া কাউকে বন্ধু বানাবো না।আমরা জানি যে বুদ্ধিমানদের বন্ধুর সংখ্যা কম হয়। ফেসবুক এ বা যেকোনো সোশ্যাল সাইট গুলোতে খুব সহজে কাউকে বিশ্বাস করতে যাবোনা।

পরিবারের সাথে সময় কাটানো(Family timing)

স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে সময় দেয়ার চেষ্টা করবো যথাসম্ভব এবং ছেলেমেয়েকে সাহচর্য্য দিব। ছেলেমেয়েকে বঞ্চিত করলে আমাদের অজ্ঞাতেই ছেলেমেয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে; তখন আর আমাদের দুঃখের সীমা-পরিসীমা থাকবে না। আল্লাহর দেয়া নেয়ামত -আমানাহ আমাদের জন্য গজব হয়ে দেখা দিবে। যে মা-বাবা সন্তানের কল্যাণ চিন্তায় ছিলেন বড় ব্যস্ত, নিজের জীবনের বিনিময়ে মুমূর্ষু সন্তানকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য কাতরভাবে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন, সেই মা-বাবা বখে যাওয়া সন্তানের মৃত্যু কামনা করবে। তাই ছোট অবস্থাতেই সন্তানকে প্রচুর সময় দেয়ার চেষ্টা করবো; ধমক নয়, আদর দিয়ে বোঝাবো,দ্বীনি তারবিয়াহ দিয়ে আল্লাহর রাহে আদর্শভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করবো। তাদের সাথে কখনোই কঠোর ব্যবহার করবোনা না। তাদের ভুলগুলো উপেক্ষা করে এবং উপযুক্ত সময়ে শোধরায়ে দিয়ে ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে উৎসাহিত করবো। সব ব্যস্ততা উপেক্ষা করে পরিবারের সবাইকে নিয়ে একত্রে খাবার খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলবো।এটা সুন্নাহ।

বর্তমান সময়টা মোটেই উপযোগী নয়। ধ্বংস হওয়ার জন্য হাজারো পথ উন্মুক্ত। কোনো শ্রম ছাড়াই যে কেউ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে, যেমন জমিনে পরিচর্যা ছাড়াই আগাছা জন্মে। স্বামী-স্ত্রী মিলেই সন্তানের চরিত্র গঠনে ভূমিকা রাখতে হবে। ধর্মীয় মূল্যবোধ ছাড়া নৈতিকতা গড়ে উঠতে পারে না। তাই তাকে কুরআনের জ্ঞানের পাশাপাশি নামাজে অভ্যস্ত করতে হবে। নামাজই আপনার সন্তানকে নৈতিক গুণসম্পন্ন যোগ্য মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করবে। আল্লাহ পাক সব মা-বাবাকে তাদের সন্তানের মাধ্যমে চোখের শীতলতা ঢোলে দিন। আমীন।

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সময় ব্যয়(Time management according to The Quran and Sunnah)

পার্থিব জীবনে মুমিনের মূল পুঁজি সামান্য কিছু সময়। সময় কল্যাণের পথে ব্যয় ও সময় থেকে উপকৃত হওয়ার চেষ্টাকারীর জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে সুসংবাদ রয়েছে। সময়ের সঠিক ব্যবহারে শিথিলতা প্রদর্শন করা জীবনের মূল পুঁজি ধ্বংসের নামান্তর। অনেকে ভোগবিলাসে মূল্যবান অধিকাংশ সময় নষ্ট করছে। সময়ের সঠিক ব্যবহার মুমিনকে জান্নাতের সুউচ্চ আসনে পৌঁছে দিতে পারে। অপরদিকে সময়ের অবহেলায় নিক্ষিপ্ত হতে পারে জাহান্নামে। প্রবাদ আছে যে সময় ও নদীর স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না।

কুরআন ও হাদিসে সময়ের পরিচর্যা স্ববিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ ছাড়া সালাফদের দিকে তাকালে দেখব তাদের লোভ ছিল সময়ের প্রতি। যদিও সময়ের চেয়ে দিনার, দিরহাম, ডলার বা টাকার প্রতি আমরা আগ্রহী। সময়কে শ্রেষ্ঠ নিয়ামত বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন :

‘তিনিই রাত ও দিন, সূর্য ও চাঁদকে তোমাদের উপকারে নিয়োজিত করেছেন এবং তারকারাজিও তারই নির্দেশমতো কর্মে নিয়োজিত। নিশ্চয় তাতে জ্ঞানীদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।’

-(সুরা ইব্রাহিম : ৩৩-৩৪)

অর্থাৎ রাতকে দিনে রূপান্তর করেছেন এবং দিনকে রাতে রূপান্তরিত করেন। যাতে একটি সময় নষ্ট হয়ে গেলে অন্য সময় এর প্রতিকার করা যায়।

সময়ের গুরুত্বারোপ অনেক সূরার প্রারম্ভে সময়ের কসম করা হয়েছে।

প্রসিদ্ধ তাফসিরবিদদের মতে আল্লাহ যখন তার সৃষ্ট জীবের প্রতি শপথ করেন উদ্দেশ্য মানুষকে সেই বিষয়ে স্ববিশেষ গুরুত্বারোপ করা। এখানে মানুষের দৃষ্টিকে সময়ের দিকে ফিরানো এবং মহান আল্লাহর কল্যাণমূলক কাজ ও নিদর্শনের প্রতি সতর্কতা আরোপ

করাই উদ্দেশ্য।অধিকাংশ তাফসিরবিদ বলেন, মানুষের সব কর্ম, গতিবিধি, উঠাবসা ইত্যাদি সব যুগের মধ্যে সংঘটিত হয়। সূরায় যেসব কর্মের নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেগুলোও এই যুগ-কালেরই দিবা-রাত্রিতে সংঘটিত হবে। এরই প্রেক্ষিতে যুগের শপথ করে সে দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

- (সাদী, ইবন কাসীর)।

ইসলাম প্রতিটি কাজের একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে। নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ছাড়াও অধিকাংশ বিষয়সমূহ সময়ের মালায় গাঁথা।

আল্লাহ বলেন : নিশ্চয় নামাজ মুসলমানদের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফরজ করা হয়েছে।

-(সূরা নিসা : ১০৩)।

এখানে নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট সালাত আদায়ের তাকিদ দিয়ে সময়ের গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে। তেমনিভাবে ইসলামের প্রতিটি কাজ সময় মতো পালন করতে হবে। অন্যথায় তা যথাযথভাবে আদায় হবে না।

রাসূলﷺ বলেছেন :

কিয়ামত দিবসে আল্লাহর সামনে মানুষকে সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। হাশরের কঠিন দিবসে মৌলিক চারটি বিষয়ে মানুষকে প্রশ্ন করা হবে। বিশেষ করে সময় সম্পর্কে প্রধান দু'টি প্রশ্ন করা হবে। যা মা'আয ইবন জাবাল (রা:) রাসূলﷺ হতে বর্ণনা করেন, 'চারটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো বান্দার পদ যুগল কিয়ামতের দিন এক বিন্দু পরিমাণ নড়তে পারবে না। যার প্রথম প্রশ্নটি করা হবে তার জীবন সম্পর্কে। সে তার জীবন কিভাবে ব্যয় করেছে? দ্বিতীয় প্রশ্ন তার যৌবন সম্পর্কে। তার যৌবন সে কী কাজে ব্যয় করেছে? -(তিবরানী ও বাজ্জার)

এমনিভাবে সবাই সাধারণ জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। বিশেষ করে তার যৌবনকাল সম্পর্কে। আর যৌবন জীবনের একটি নিদিষ্ট অংশ। কিন্তু যৌবনকালে মানুষ বেশি কর্মশক্তির অধিকারী হয়ে থাকে। শৈশব ও বার্ধক্য জীবনে এ দু'টি সময় দুর্বলতায় কাটে ।

প্রবাদে বলা হয় 'সময় স্বর্ণের চেয়েও মূল্যবান।' মুসলমানের উচিত সময়ের প্রতি কর্তব্যনিষ্ঠা ও দায়িত্ববান হওয়া। ওমর ইবন আবদুল আজিজ বলেছেন : রাত-দিন তোমরা কাজে ডুবে থাক অতএব সময়ও তোমাদের মাঝে ডুবে থাকবে! মূলত ঘৃণার আলামত হলো সময় নষ্ট করা। আর সময় হলো একটি তলোয়ার তুমি তাকে নষ্ট না করলে সেও তোমাকে নষ্ট করবে না। সর্বদায় এক ভালো অবস্থা থেকে আরো উন্নত অবস্থানের জন্য প্রাণান্তকর উন্নতির চেষ্টা করা **মুমিনের উপর ওয়াজিব।**

- (আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী, মুসলিম জীবনে সময়, পৃ.২০)।

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা:)বলেন :

'সে দিন আমি অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছি, যে দিনের সূর্য ডুবে গেছে। আমার আয়ু কিছুটা হলেও ফুরিয়ে গেছে, অথচ আমার আমলের কোনো উন্নতি হয়নি!'

পরিশেষে মহান রবের কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেনো মুসলিমদের যথাযথভাবে সময় কাজে লাগানোর তৌফিক দান করেন। আমিন ।

-(ড. মোহাম্মদ সাইফুল গণি নোমান)

সময়ের অপচয়রোধে রাসুল ﷺ এর নির্দেশনা

জীবনে সময়ের গণনা মাত্র। সময়ের অপচয় করার অর্থ হলো জীবন অপচয় করা। ইসলাম অন্য সব কিছুর মতো সময় অপচয় করতে নিষেধ করে। যারা সময়ের মূল্য বুঝতে না পেরে তা অপচয় করে তাদের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর সতর্ক বাণী হচ্ছে,

'দুটি নেয়ামত বা অনুগ্রহের ব্যাপারে বহু মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত : সুস্থতা ও অবসর।

-(সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬৪১২)

সময় জীবনের অমূল্য সম্পদ। রাসুলুল্লাহ ﷺসময়কে সম্পদে রূপান্তর করার নির্দেশ দিয়েছেন মৃত্যুর আগে দুনিয়ার জীবনকালকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে।চলে যাওয়া সময় কখনো ফিরে আসে না।তাই সময়ের অপচয় রোধ করা আবশ্যক। এ ছাড়া পরকালে আল্লাহ মানুষের তার জীবনকাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। রাসুলুল্লাহﷺ বলেন,

'কিয়ামত দিবসে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হওয়ার আগে আদম সন্তানের পদদ্বয় আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে সরতে পারবে না। ১. তার জীবনকাল সম্পর্কে, কিভাবে অতিবাহিত করেছে? ২. তার যৌবনকাল সম্পর্কে, কী কাজে তা বিনাশ করেছে? ৩. তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে, কোথা থেকে তা উপার্জন করেছে? এবং ৪. তা কী কী খাতে খরচ করেছে? ৫. সে যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছিল সে মোতাবেক কী কী আমল করেছে?

-(সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ২৪১৬)

সময়ের অপচয় রোধ করার আরো কিছু উপায়

আধুনিক সময়ে যেসব কাজে সময় নষ্ট হয় সেগুলোর ব্যাপারে সচেতন হলে সময়ের অপচয় রোধ করা সম্ভব।

নিম্নে এমন কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হলো।

১. মোবাইল ফোন : আধুনিক সমাজে মোবাইল ফোন ব্যবহারে মানুষ সবচেয়ে বেশি সময় কাটায়। সুতরাং মোবাইল ফোন ব্যবহারে সংযত হলে বহু সময় অপচয়ের হাত থেকে বেঁচে যাবে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি প্রথমে মোবাইল ফোনে ব্যয় করা সময়ের হিসাব সংরক্ষণ করবে। এরপর ক্রমন্বয়ে তা সংকোচনের চেষ্টা করবে।

মোবাইল ফোনের কাজগুলোও হিসাব করা প্রয়োজন। এর মধ্যে প্রয়োজনীয় কাজগুলোকে প্রাধান্য দেওয়া এবং অপ্রয়োজনীয় কাজগুলো প্রত্যাখ্যান করা।

২. ল্যাপটপ ও কম্পিউটার : মোবাইল ফোনের মতো ল্যাপটপ ও কম্পিউটারে মানুষের বহু সময় নষ্ট হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে সময় অপচয় রোধে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করবে, কেবল দরকারি কাজ করেই ল্যাপটপ ও কম্পিউটার বন্ধ করে দেবে। প্রয়োজনে অপচয়কৃত সময়ের বিপরীতে নিজের ওপর জরিমানা আরোপ করতে পারে।

৩. আড্ডা : গল্প ও আড্ডা সময়ের অপচয়ের অন্যতম মাধ্যম। তাই যারা জীবনে সফল হতে চায় তাদের জন্য আড্ডা এড়িয়ে চলা আবশ্যক। বিশেষত যেসব আড্ডায় পাপ কাজ হয়। বিপরীতে ব্যক্তি পরিবারকে বেশি সময় দিতে পারে, নেককার আলেম ও বুজুর্গ ব্যক্তিদের সান্নিধ্য গ্রহণ করতে পারে, অংশগ্রহণ করতে পারে ধর্মীয় আলোচনা, জ্ঞানচর্চার বৈঠকগুলোতে।

৪. অপ্রয়োজনীয় কাজ : পার্থিব জীবন পরকালীন জীবনের পাথেয় সংগ্রহের ক্ষেত্র। তাই অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যস্ত হয়ে সময় অপচয়ের সুযোগ নেই। অপ্রয়োজনীয় ও গুরুত্বহীন কাজেও মানুষের বহু সময় নষ্ট হয়ে যায়। তাই ব্যক্তির প্রয়োজন একটি সুচিন্তিত কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা। যাতে সে নিজের কাজগুলোর মূল্যায়ন করতে পারে।

৫. নিয়ন্ত্রণহীনতা : উল্লিখিত সব কাজ মানুষ করে যখন তার আত্মনিয়ন্ত্রণ থাকে। আত্মনিয়ন্ত্রণ না থাকলে ব্যক্তি সময়ের সঠিক মূল্য দিতে পারে না। তাই ব্যক্তির উচিত আত্মনিয়ন্ত্রণ লাভের চেষ্টা করা। আত্মসংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণ ব্যক্তির ভেতর তখনই আসবে, যখন সে আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় পাবে। আল্লাহভীতি মানুষকে যাবতীয় অন্যায় কাজ থেকে মুক্তি দিতে পারে।

চেষ্টাকারীই সফল হয়

সময়ের অপচয় পুরোপুরি রোধ করা কঠিন। তবে তা অসম্ভব নয়। যে চেষ্টা করে সেই সফল হয়। চেষ্টাকারীর জন্য মহান আল্লাহর সুসংবাদ হলো, ‘যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি তাদের অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গে থাকেন।’

-(সুরা আনকাবুত, আয়াত : ৬৯)

আল্লাহ সবাইকে সফল করুন। আমিন

সময়কে কর্মময় করতে সালাফগণের অত্যাগ্রহ

আমাদের পুণ্যবান পূর্বসূরীগণ এবং তাঁদের অনুসারী পরবর্তীগণ সময় সংরক্ষণ ও কল্যাণকর্মে তা পূর্ণ করে রাখায় ছিলেন অত্যাগ্রহী। আলেম- আবেদ সকলেই এ ক্ষেত্রে ছিলেন সমান গুরুত্বের অধিকারী। সময়ের ব্যাপারে কৃপণতাবোধ ও অতি গুরুত্বারোপের কারণে তাঁরা তো প্রতিটি ঘণ্টা, মিনিট, এমন কি প্রতিটি মুহূর্তের ক্ষেত্রেও প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতেন। যেন একটি মুহূর্তও অনর্থক হাতছাড়া না হয়ে যায় সে জন্য সচেষ্ট ও নিমগ্ন থাকতেন

প্রসিদ্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. বলেন-

ما ندمت على شي ندمى على يوم غربت شمسه، نقص فيه أجلي ولم يزد فيه

অর্থ: আমার সবচে' বেশী পরিতাপ হয় এমন দিনের জন্য, যে দিনের সূর্য ডুবে - عملى
া।গেল আমার দুনিয়ার হায়াত কমে গেল অথচ আমার নেক আমল বৃদ্ধি পেল ন

সময়ের মাধ্যমে উপকার ও শিক্ষালাভ

সময়কে ইসলামের সর্বোচ্চ মূল্যায়নের একটি প্রমাণ হল, ইসলাম সর্বদা স্থায়ী আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে; যদিও তা অল্প হয়। আর বিচ্ছিন্ন অধিক আমলকেও অপছন্দ করে। তা এ কারণে যে, অল্প আমলের উপর অব্যাহততা ক্ষীণ-ক্ষুদ্র কাজকেও একসময় পাহাড়সম বানিয়ে দেয়- যা আমলকারী কল্পনাও করতে পারে না।

সময়ের প্রতি ইসলামের যত্নবান হওয়ার আরেকটি প্রমাণ হলো, প্রথম ওয়াক্তেই কর্ম সম্পাদনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। আর বিভিন্ন বিধান থেকে এ-ও বুঝা যায় যে, ইসলামের দাবী হল, প্রত্যেক মুসলিম খুশি ও উদ্যমী মনে এবং পূর্ণ প্রতিজ্ঞা ও প্রত্যয় নিয়ে দিনের কাজগুলো শুরু করবে। কেননা দিনের অগ্রভাগ থেকে উপকৃত হওয়ার আগ্রহ সারাটি দিন অনর্থক নষ্ট না হওয়ার ক্ষেত্রে শক্তিশালী ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইসলামী জীবনব্যবস্থা দিনের সূচনা নির্ধারণ করেছে ফজর থেকে এবং সূর্যোদয়ের পূর্বেই জাগ্রত হওয়াকে আবশ্যক করেছে। আর রাতে এতটা জাগ্রত থাকাকে অপছন্দ করে, যা ফজরের নামাযকে সুন্নত ওয়াক্ত থেকে বিলম্বিত করে। হাদীস শরীফে এসেছে-

اللهم بارك لأمتي في بكورها -

অর্থ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হে আল্লাহ! আপনি আমার উম্মতের জন্য প্রাতকালীন কাজে বরকত দান করুন। বেলা করে ঘুম থেকে উঠায় অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া গাফলত ও বঞ্চনার একটি প্রধান কারণ। কেননা, তার উপর সূর্য উদিত হয়ে গেল এমন অবস্থায় যে, সে গভীর ঘুমে অচেতন, অথচ অন্যরা জীবনোপকরণের খোঁজে ও পরকালীন কল্যাণ অর্জনে নিমগ্ন।

রোজা কর্মপ্রণালি পুনর্গঠনের উত্তম সুযোগ:

আপনি যদি অসুস্থতায় ভোগেন, সেক্ষেত্রে নিরাময় লাভের জন্য আপনার দেহকে উপযুক্ত পরিবেশ দিতে ঘনঘন রোজা রাখা দরকার। আপনার ফেলে আসা অসুস্থতার দিনগুলোর দিকে খেয়াল করলে দেখবেন-খাবারে আপনার অরুচির কথা মনে পড়ছে। এটা খুব দরকারি, যাতে নিরাময় প্রক্রিয়ায় আপনার শরীর প্রতিটি শক্তিবিন্দুর সুবিধা ভোগ করতে পারে। এ ছাড়াও আপনি সুস্থ এবং তারুণ্য অনুভব করবেন (একই সময়ে আরেকটি অসাধারণ এনার্জি বুস্টার)।

রোজা রাখার আরেকটি প্রধান সুবিধা-এটা আপনার ইচ্ছাশক্তির পেশিকে উন্নত করে। ফ্লোরিডা স্টেট ইউনির্ভাসিটির মনোবিজ্ঞানী বউমেইস্টার (Roy F. Baumeister), যিনি এই বিষয়ে একজন সহ-লেখক। তিনি বলেছেন-'ইচ্ছাশক্তি হচ্ছে আপনার দিনের একটি অসীম সম্পদ।' তিনি ইচ্ছাশক্তিকে প্ররোচনা প্রতিরোধের এবং স্বল্পমেয়াদি আনন্দের ওপর দীঘমেয়াদি সুবিধার বিশেষ অধিকার দেওয়ার সক্ষমতা হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। রোজা ঠিক এ কাজটিই আপনার জন্য করে। এটা আপনাকে প্ররোচনা প্রতিরোধ করতে বাধ্য করে (খাদ্য, পানীয়, যৌনাকাঙ্ক্ষা) স্বল্পমেয়াদি আনন্দের পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদি উপকারিতাকে প্রাধান্য দেয়। তার পাওয়া আকর্ষণীয় বিষয়টি হচ্ছে-ইচ্ছাশক্তি: একটি পেশির অনুরূপ।

এটি অনুশীলন এবং সচেতনভাবে চর্চার মাধ্যমে শক্তিশালী করা যায়। সুতরাং ৩০ দিনের রোজা আপনার ইচ্ছাশক্তিতে কী প্রভাব রাখবে, তা কল্পনার করে দেখুন।

রোজার অনেকগুলো উপকারিতা রয়েছে। তবে আমরা খুব দ্রুত তা অনুমান করতে পারি, ভুল বুঝতে পারি। কারণ, আমাদের সারাদিনে শক্তির কোনো উৎসের সুযোগ নেই। আমরা অটোম্যাটিক্যালি আনপ্রোডাক্টিভ হয়ে পড়ব বা আপসে আপ ঝিমিয়ে পড়ব। আমি আশা করি, এই অধ্যায়টি প্রমাণ করবে-রোজা সত্যিকার অর্থেই আমাদের প্রোডাক্টিভিটি বৃদ্ধি করে। আর যদি তাই হয়, তাহলে আমাদের উচিত কেবল বছরে একবার রমজানে রোজা রাখার চেয়ে ঘনঘন এটা করা।

পরিকল্পিত সময় ব্যবস্থাপনা পৌঁছে দিবে সাফল্যের স্বর্ণদুয়ারে

সফলতার জন্য পরিকল্পিত সময় ব্যবস্থাপনা

যেকোনো কাজে **সফলতার জন্য পরিকল্পিত সময় ব্যবস্থাপ**না অতীব গুরুত্বপূর্ণ। পরিকল্পিত সময় ব্যবস্থাপনা প্রয়োগের মাধ্যমে জীবনের মোড় ঘুরে যেতে পারে। একটি প্রবাদ আছে, ‘সময়ের একফোঁড়, অসময়ের দশফোঁড়’। সময় মানুষের সবচেয়ে সীমিত সম্পদ। কারো পক্ষেই একদিনকে ২৪ ঘণ্টার চেয়ে বড় করা সম্ভব না। কারো কাছ থেকে কেনা সম্ভব না, ধার করা সম্ভব না; জোর করে আনা সম্ভব না।

ইমাম শাফেয়ি (রহ)-এর মতে,

Time is like a sword: You don’t cut it, it will cut you.

সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর জন্য সুন্দর পরিকল্পনার বিকল্প নেই। পরিকল্পনা হলো যেকোনো কাজের দরজা। To plan master is to plan the gateway to learning. ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে যে-

Well plan is half done

অর্থাৎ কোন কাজের পরিকল্পনাই কাজের অর্ধেক। সাফল্যের স্বর্ণদুয়ারে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজন সময়ের পরিকল্পিত ব্যবহার ও সুন্দর পরিকল্পনা।

পরিকল্পিত সময় ব্যবস্থাপনার মধ্যে তিনটি শব্দ রয়েছে।

প্রথম শব্দটি পরিকল্পনা। পরিকল্পনা হচ্ছে ভবিষ্যৎ পালনীয় কর্মপন্থার মানসিক প্রতিচ্ছবি। পরিকল্পনা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সময়ের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করে।

প্রবাদ আছে যে, যদি আমরা পরিকল্পনা করতে ব্যর্থ হই, তাহলে আমরা ব্যর্থ হওয়ার পরিকল্পনাই গ্রহণ করলাম

(If we fail with right scheme, we will take the wrong succeed)।

পরিকল্পনাবিহীন কাজ মানেই উদ্দেশ্যবিহীন কাজ। লক্ষ্য বা টার্গেট বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন সময় ব্যবস্থপনার সুন্দর পরিকল্পনা।

আবরাহাম লিঙ্কন বলেন,

If we could first know where we are, and whither we are tending, we could better judge what to do, and how to do it.

দ্বিতীয় শব্দটি সময়। সময় হলো সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা, সপ্তাহ, মাস ও বছর। সময় হচ্ছে পরিমাপক, যা ঘটেছে যা ঘটছে এবং যা ঘটবে এই তিনের ভেতরে পার্থক্য নিরূপণকারী পরিমাপক।

বিখ্যাত দার্শনিক আশরাফ আলী থানবী (রহ) বলেন,

কাল বলতে আমরা মাত্র তিনটি দিনই বুঝি। গতকাল, আজ ও আগামীকাল।

, আমরা সময়কে এভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি-

Time (T= Target

I= Important work,

M= Management,

(E= Evaluation

শেষ শব্দটি ব্যবস্থাপনা বা Management। Management শব্দকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়-

Manage+Men+T (Tactfully

অর্থাৎ মানুষকে কৌশলের সাথে পরিচালনা করাই হলো ব্যবস্থাপনা।

লুইস এ এলেন বলেন -

Management is what a manager does. ব্যবস্থাপনা হলো চালিকাশক্তি যা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যাবলি অর্জনে সাহায্য করে।

এল গুলিক এর মতে,

'পরিকল্পনা, সংগঠন, কর্মসংস্থান, নির্দেশনা, সমন্বয়সাধন রিপোর্ট প্রদান ও বাজেট প্রণয়ন। (সংক্ষেপে ÔManagement is what a manager does).

সুতরাং, সময়ব্যবস্থাপনা হচ্ছে নিজেকে এমনভাবে পরিচালনা করা যাতে, আমরা যে সময়ের গতিতে আবদ্ধ সেই সময়ের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারি। সময় ব্যবস্থাপনা হলো প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যাবলি অর্জনের জন্য সময়কে পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করা।

কাজের পরিকল্পনা আজ/এ সপ্তাহে/এ মাসে/এ বছরে কী কী কাজ করবো। অতঃপর গুরুত্বানুসারে শ্রেণীবদ্ধ করতে হবে। যেমন:

Grade–A : Most important work (আজই করা দরকার এবং আমাকেই করতে হবে)

Grade–B : Very important work (আজই করা দরকার তবে অন্যের সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে)

Grade–C : Important work (আগামী কাল করলেও চলবে)

Grade–D : Less important work (কম গুরুত্বপূর্ণ, করলে কল্যাণ আছে না করলে ক্ষতি নেই)

কাজের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ম্যাককিনসের সপ্ত 'S' কাঠামো ব্যবহার করতে পারি। কৌশল (Strategy), কাঠামো (structure), পদ্ধতি (System), স্টাইল (Style), কর্মীবাহিনী (Staff), দক্ষতা (Skill) এবং পারস্পরিক মূল্যবোধ (Shared values)

পরিকল্পনার লক্ষ্য বাস্তবায়ন:

পরিকল্পনা প্রণয়নে অনেকগুলো ধাপ অতিক্রম করতে হয়। যেমন:

১. ভিশন (vision): স্বপ্ন, কেন প্রতিষ্ঠানটি তৈরি হয়েছে, কি করতে চায়?

২. মিশন (mission): ভিশনে পৌঁছার জন্য বর্তমানে যা করণীয় তাই মিশন।

৩. উদ্দেশ্য (0bjectives): উদ্দেশ্য হলো কোন কাজের চূড়ান্তরূপ।

৪. কৌশল (Strategy): কৌশল হলো, লক্ষ্য অর্জনের উপায়।

৫. নীতি (principle) বা পলিসি (policy): নীতি বা পলিসি হলো কোন কিছু করার বা না করার নির্দেশনা।

৬. বিধি (rules) : কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন বিশেষ ও নির্দিষ্ট কার্যক্রম নেয়া হবে তা নির্ধারণ করা।

৭. কার্যপ্রণালী (work system): এটি ভবিষ্যতে কাজ সম্পাদনের জন্য উত্তম প্রণালী ঠিক করে দেয়।

৮. বাজেট (budget): পরিকল্পনা যখন সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা হয় তখন তা হয়ে যায় বাজেট।

সময় ব্যবস্থাপনার আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক :

সময় ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পরিকল্পনামাফিক সময়ের ব্যবহার। এ ব্যবস্থাপনা আপাতদৃষ্টিতে মেনে চলা খুব সহজ মনে হলেও আসলে তা নয়। সুষ্ঠু সময় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আরো বেশি কাজ সাফল্যের সঙ্গে শেষ করা সম্ভব। সময়ের গণ্ডিতে বাঁধা আমাদের জীবন, চলমান সময়ের প্রত্যেক সেকেন্ড-মিনিট-ঘণ্টা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। সফল জীবন রচনায় প্রয়োজন সঠিক সময় ব্যবস্থাপনা।

আল্লাহতায়ালা সূরা আল আসরে বলেছেন :

‘সময়ের কসম। মানুষ আসলে বড়ই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করতে থেকেছে, একজন অন্যজনকে হক কথার ও সবর করার উপদেশ দিয়েছে।’

আমরা যদি সময়কে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারি তাহলে আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে জ্ঞানচর্চা, দেশসেবা, সমাজসেবা, মানবতার জন্য, নিজের ধর্ম ও আদর্শের জন্য কাজ করা। আর রাষ্ট্রেরও সময় ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। এক্ষেত্রে হংকংয়ের একটি রাষ্ট্রীয় সময় ব্যবস্থাপনার দৃষ্টান্ত হতে পারে- হংকং একটি সড়ক নির্মাণ করতে গিয়ে দেখল

পাহাড়ের পাশ দিয়ে রাস্তা নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে পাহাড় কেটে ভেতর দিয়ে রাস্তা নেয়া হয় তাহলে পাঁচ সেকেন্ড সময় কম লাগবে। কিন্তু এতে রাষ্ট্রের ব্যয় হবে ১০০ কোটি টাকা। হংকং রাষ্ট্রীয় পাঁচ সেকেন্ড সময় বাঁচানোর জন্য ১০০ কোটি টাকা খরচ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে রাষ্ট্রীয় সুষ্ঠু সময় ব্যবস্থাপনার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

সময়ের সঠিক ব্যবহার ও সময় ব্যবস্থাপনার দক্ষতা অর্জন করে জীবনে সাফল্য অর্জন নিশ্চিত করতে হবে। ব্যক্তি সাফল্য থেকেই ধাপে ধাপে পরিবার, সমাজ ও দেশের সাফল্য নিশ্চিত হবে। এই জীবনকে আলোকিত করতে সময়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার বিকল্প নেই।

চার্লস ডিকেন্স বলেন, 'বড় হতে হলে সর্বপ্রথম সময়ের মূল্য দিতে হবে।'

কেননা প্রবাদ আছে, Time and tide wait for none অর্থাৎ সময় ও স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না।

আর জীবনে বড় কিছু করতে হলে তা শুরু করতে হবে উপযুক্ত সময়ে। কারণ, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাত্র ১৭ বছর বয়সে সমাজ সংস্কারে 'হিলফুল ফুজুল' গড়ে তুলেছিলেন।

আইনস্টাইন ১৬ বছর বয়সেই আপেক্ষিক মতবাদ নিয়ে প্রথম চিন্তা করেন, যা পরবর্তীকালে ২৬ বছর বয়সে প্রমাণ করেন। সময় ব্যবস্থাপনার ওপর পৃথিবীর বিখ্যাত মনীষীরা বিশাল বিশাল রচনা তৈরি করে চলেছেন। সবার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো, 'সীমিত সময়ের মধ্যে আরো বেশি কাজ করার কলাকৌশল আবিষ্কার করা।'

নিজের সময়কে জানার চেষ্টা করবো

বিখ্যাত বই ' The Effective Executive' এর লেখক পিটার ড্রাকার, সময়-ব্যবস্থাপনার জন্য তিনটি ধাপ অনুসরণের সুপারিশ করেন। বইটির যে অধ্যায়ে তিনি এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন, তিনি সেই অধ্যায়টার নাম দিয়েছেন : "নিজের সময়কে জানুন":

১. আপনার সময়ের বিশ্লেষণ করুন

২. নিষ্ফল বা নিরর্থক চাহিদাগুলো ছাঁটাই করুন

৩. হাতে সময় নিয়ে আপনার কাজগুলো সম্পন্ন করার লক্ষ্য স্থির করুন।

সময়কে যথাযথভাবে কাজে লাগানো :

সময়কে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারলে সফলতা আসবেই। উপায়গুলো হল :

১. সময় নষ্ট করা থেকে বিরত থাকা: সময়কে কোন কাজে না লাগানোর অর্থই হচ্ছে সময়কে হত্যা করার মত। সে সময় যত অল্পই হোক না কেন।

২. সময় ব্যয়ের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ: সময় ব্যয়ের স্বাধীনতা থাকায় অনেক ক্ষেত্রে এক ঘণ্টার কাজ ২ ঘণ্টায় করা হয়, এ স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। প্রতিদিন ১ ঘণ্টা করে সময় বাঁচাতে পারলে বছরে ৩৬৫ ঘণ্টা সময় বেশি কাজ হবে।

৩. কাজের অগ্রাধিকার তালিকা করা: অগ্রাধিকার তালিকা না করলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাদ থেকে গেছে আর কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা হয়েছে।

৪. দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর করতে হবে: কোন কাজ কোন সময় করা হবে? কোনটা করা হবে? কোনটা করা হবে না? এ নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগা মোটেই ঠিক না। এ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে অযথা অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়। নির্দিষ্ট লক্ষ্য ঠিক করে নির্বিঘ্নে কাজ করে যেতে হবে।

৫. সঠিক সময়ে সঠিক কাজ করা: ইসলামের মৌলিক শিক্ষাই হলো যখন যে কাজ তখন সেটি করা। সালাতের সময় হয়েছে তো সালাত আদায় করে নেয়াটাই তখন কর্তব্য। বিলম্বিত না করে সময়ের কাজ সময়ে করা উচিত।

৬. কাজের সময়সূচি সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্ট হওয়া: প্রতিটি কাজের সময়সূচি লিখিতভাবে থাকাটাই উত্তম।

৭. শেষ সময়ের জন্য কাজ রেখে না দেয়া: একেবারে প্রান্তিক সময়ে কোন কাজ করার জন্য রেখে দেয়া ঠিক নয়। কারণ, তখন কাজটি করার সুযোগ নাও পাওয়া যেতে পারে।

৮. একসাথে অনেক কাজ করার চেষ্টা করা: এক সাথে অনেক কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। গাড়িতে বসে প্রয়োজনীয় ফোন করার কাজটা সেরে নেয়া যেতে পারে।

সময় ব্যবস্থাপনা ও আমাদের করণীয় :

সময় মানুষের জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। প্রতিটি কাল, ক্ষণ, মুহূর্ত আমাদের জন্য এতই মূল্যবান যে সেটি আমরা উপলব্ধিই করতে পারছি না। পাশ্চাত্য দেশে বলা হয় ‘Time is money’ অর্থাৎ ‘সময়ই অর্থ’।

time বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় যে,

T= Taste of,

I= Income as,

M= Money in,

E= Everywhere.

একত্রে বলা যায়- Taste of income as money in everywhere.

অর্থাৎ সর্বত্রই সময়ের মধ্যে অর্থ নিহিত।

Time is the soul of work. It is the basic structure of human life. It is the root of human success in everywhere.

অর্থাৎ সময় হলো কাজের আত্মা। এটা মানুষের জীবনের মৌলিক কাঠামো। সর্বত্র মানুষের সাফল্যের পথ। সময়ই সকল অর্থের মূল উৎস।

সময়ের সঠিক ব্যবহারেই জীবনে সফলতা : সময়ের সঠিক ব্যবহার ছাড়া জীবন সুন্দর করে গড়া অসম্ভব। তাই সময়ের সঠিক ব্যবহার করে কিভাবে সফলতার চরম শিখরে পৌঁছনো যায়। প্রতিটি কাজ নির্দিষ্ট সময়ে সম্পাদন করাই বুদ্ধিমানের কাজ। প্রত্যেকের-ই দৈনন্দিন কাজের একটা রুটিন থাকা আবশ্যক

সময় ব্যবস্থাপনার কৌশল :

আসলে 'সময় ব্যবস্থাপনা কৌশল' হচ্ছে সময়ের প্রেক্ষিতে নিজেকে ব্যবস্থাপনা করা। কারণ, সময় ব্যবস্থাপনার থিওরি হচ্ছে- সময়কে ব্যবস্থাপনা করা যায় না। এটি তার নির্ধারিত নিয়মে বয়ে চলছে; এর গতির ওপর মানুষের কোন হাত নেই। তাই বলা যেতে পারে,

You cannot manage your time; rather you have to be managed according to your time.

অর্থাৎ আপনি সময়কে ব্যবস্থাপনা করতে পারেন না; তাই সময় অনুসারে আপনার নিজেকেই ব্যবস্থাপিত হয়ে যেতে হবে।

সুতরাং সময় ব্যবস্থাপনার কৌশলের ক্ষেত্রে কতগুলো বিষয় লক্ষণীয়-

১. টেলিফোনে সাক্ষাতের সময় নিশ্চিত করা

২. কাগজ, কলম, নোট বুক সাথে রাখা

৩. কিছু কাজ অন্যকে দিয়ে করান

৪. গড়িমসি বন্ধ করা

৫. কিভাবে সময় নষ্ট হয় তা খুঁজে বের করা

৬. গুরুত্ব অনুসারে কাজের ক্রম নির্ধারণ

৭. রুটিন তৈরি করা ও যতটা সম্ভব মানার জন্য চেষ্টা করা

৮. কাজের জন্য সময় নির্ধারণ

৯. কাজ হওয়া উচিত পরিকল্পনার আলোকে

১০. শেখার ক্ষেত্রে মনোযোগ দিয়ে শিখে নেয়া

১১. ফাইলপত্রসহ সবকিছুর সঠিক আর্কাইভিং করা

১২. বড় কাজকে ছোট ছোট পার্টে ভাগ করে ফেলা

১৩. ছুটির দিন বা অবসরের দিনকে কাজে লাগানো

১৪. তাড়াতাড়ি করুন, কিন্তু তাড়াহুড়া করবেন না

১৫. কাজের কোয়ালিটি নিশ্চিত করা জরুরি।

১৬.ভারসাম্যপূর্ণ করা

১৭.রিভিউ বা পর্যালাচনা করা

১৮.কাজের মধ্যে বৈচিত্র আনা

১৯.অ্যাডভান্স পরিকল্পনা করা(টু-ডু লিষ্ট করা)

২০.একটি ক্যালেন্ডার ব্যবহার করা

২১.সফলতার জন্য বারবার চেষ্টা করা

২২.বদঅভ্যাস ত্যাগ করা

২৩.সময় নষ্টের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা

২৪.বিভিন্ন ধরনের মানসিক চাপমুক্ত থাকা

২৫.সময় এবং কাজকে উপভোগ করা

২৬.নিজের সক্ষমতাকে জানা

২৭.ঘুমানোর আগে সারা দিনকে পর্যালোচনা করা

২৮.প্রতিদিনের একই ধরনের সমস্যাগুলো থেকে মুক্ত থাকা

২৯.যে কোন কাজের মধ্যে সময় বাঁচানোর চেষ্টা

৩০.কাজ দ্রুত শুরু করা

৩১.ভ্রমণের সময় স্টাডি করা

৩২.কোন কাজে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় না দেয়া

৩৩.দিনের শুরুতে সকল কাজের লিখিত পরিকল্পনা নেয়া এবং হয়ে গেলে একটি একটি করে কেটে নিন

৩৪.টেলিফোনে না জানিয়ে কারও কাছে না যাওয়া

৩৫.বিশ্রামের সময়কে নামাজের সময়ের সাথে মিলিয়ে পরিকল্পনা করুন

৩৬.লেখাপড়া করে, কোন কিছু মুখস্থ করে বা গঠনমূলক কিছু করে অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার করুন

৩৭.সাক্ষাৎ-সূচি করার সময় উভয়ই যেন সঠিক সময় ভালোভাবে বুঝে নেন সে দিকে লক্ষ্য রাখবেন

৩৮.দূরে যেতে হলে সম্ভাব্য সময়ের চেয়ে বেশি সময় হাতে রাখা

৩৯.যে কোন কাজ করার সময় প্রয়োজনীয় সকল উপাদান হাতের কাছে নিয়ে নিবেন

৪০.আপনার সময়ক্ষেপণ হতে পারে এমন চিন্তাশূন্য এবং আত্মকেন্দ্রিক লোক এড়িয়ে চলবেন

৪১.চিঠি বা টেলিফোনে সেরে নেয়া যায় এমন কাজের জন্য ব্যক্তিগত ভাবে যাবেন না

৪২.কারো সাথে অ্যাপয়মেন্ট নিয়ে কথা বলতে যাওয়া এবং কত সময় কথা বলবেন তা জানানো

৪৩.সেল্ফ ম্যানেজার : নিজেই নিজের ম্যানেজার- ব্যবস্থাপক হতে হবে।

আমাদের জীবনের নিদিষ্ট আয়ুস্কালটা পরবর্তী জীবনের প্রস্তুতির সময় মাত্র। এই সময়টাকে পরিকল্পিত ভাবে কাজে না লাগায়ে দুনিয়ার নানান রং-তামাশায় বিভোর হয়ে পরবর্তী অনন্ত জীবনের কথা ভুলে গেলে আমাদের পরিনতিও হবে ভয়াবহ।

আল্লাহ বলেন,

"হে ঈমানদাররা! আল্লাহকে ভয় করো। আর প্রত্যেককেই যেন লক্ষ রাখে, সে আগামীকালের জন্য কি প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আল্লাহ নিশ্চিতভাবেই তোমাদের সেই সব কাজ সম্পর্কে অবহিত যা তোমরা করে থাক"।

(সুরা হাশর : ১৮)

সময়ের গুরুত্ব উপলব্দি করার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষ্যণীয়-

১. আখিরাতে মুক্তি পেতে হলে দুনিয়ার সময় কাজে লাগাতে হবে।

২. সময় আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আমানত।

৩. সময়ের সঠিক ব্যবহার যারা করে তারাই সফলকাম।

সময় ব্যবস্থাপনার উপকারিতা:

পরিকল্পিত সময় ব্যয় করার অনেক উপকারিতা রয়েছে-

১. অল্প সময়ে সুন্দরভাবে অধিক কাজ করা সম্ভব

২. গুরুত্বানুসারে কাজ করতে সাহায্য করে

৩. অপরিকল্পিত সময় ব্যয় থেকে বিরত রাখে

৪. সময়-সুযোগ কাজে লাগাতে সাহায্য করে

৫. পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করা সম্ভব হয়

৬. ভারসাম্য রক্ষা সম্ভব হয়

৭. অগ্রগতি পর্যালোচনা সম্ভব হয়।

পরিশিষ্ট ও নাসিহাহ

জীবনকে অর্থবহ, সমৃদ্ধ ও সুখস্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন সময় সচেতন ও পরিকল্পিত জীবনযাপনে অভ্যস্ত হওয়া। আদর্শ মানুষ ও সুন্দর জীবনের জন্য প্রয়োজন একটি পরিকল্পিত সময় ব্যবস্থাপনা। আমরা আমাদের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সফলতা পেতে চাইলে এর কোনোই বিকল্প নেই।

মহান আল্লাহ বান্দার প্রতি অনেক দয়াশীল। তিনি মানুষের প্রতি দয়া করে কিছু আমলের বরকতে রিজিক বাড়িয়ে দেন। সমাজে অবহেলার কারণে অনেক মানুষ সাধারণত এসব কাজ থেকে বিরত থাকে। কুরআন-সুন্নাহর ঘোষণায় রিজিক বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ **১৫**টি আমল আছে

সব কাজে বরকত অনেক জরুরি বিষয়। আর বান্দার রিজিক বৃদ্ধির কার্যকরী উপায়গুলো হলো-

১. তাওবাহ-ইসতেগফার

হরজত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, যারা বেশি বেশি তাওবাহ-ইসতেগফার করে; তাদের সামনে যত সংকটই (অভাব) থাকুক না কেন, মহান আল্লাহ তাআলা তা সমাধান করে দেন।' (মুসতাদরেকে হাকেম)

বেশি বেশি তাওবাহ-ইসেতগফার করা-

دأَستَغْفِرُ اللهَ

অর্থ : আমি আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

دأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوْبُ اليه

অর্থ : আমি আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর দিকেই ফিরে আসছি।

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ (أَنْتَ) التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

অর্থ : 'হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার তাওবাহ কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি মহান তাওবা কবুলকারী করুণাময়।'

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

অর্থ : 'আমি ওই আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই, যিনি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোনো মাবুদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী এবং তাঁর কাছেই (তাওবাহ করে) ফিরে আসি।'

২. আল্লাহর রাস্তায় দান বা ব্যয় করা

যারা আল্লাহর রাস্তায় দান করে, আল্লাহ তাআলা তাদের বেশুমার রিজিক দান করেন মর্মে মহান আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে এভাবে ঘোষণা করেন-

قُلْ اِنَّ رَبِّىۡ يَبۡسُطُ الرِّزۡقَ لِمَنۡ يَّشَآءُ مِنۡ عِبَادِهٖ وَ يَقۡدِرُ لَهٗ ؕ وَ مَاۤ اَنۡفَقۡتُمۡ مِّنۡ شَىۡءٍ فَهُوَ يُخۡلِفُهٗ ۚ وَ هُوَ خَيۡرُ الرّٰزِقِيۡنَ

‘(হে রাসুল! আপনি)বলুন, নিশ্চয়ই আমার রব তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিজিক প্রশস্ত করেন এবং সঙ্কুচিত করেন। আর তোমরা যা কিছু আল্লাহর জন্য ব্যয় কর তিনি তার বিনিময় দেবেন এবং তিনিই উত্তম রিজিকতা।’

(সুরা সাবা : আয়াত ৩৯)

৩. তাকওয়ার ওপর অটল থাকা

আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাস এবং তাকে ভয় করলে তিনি বান্দার প্রতি বরকত বা কল্যাণ দান করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

﴿وَ مَنۡ یَّتَّقِ اللّٰهَ یَجۡعَلۡ لَّهٗ مَخۡرَجًا - وَّ یَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَیۡثُ لَا یَحۡتَسِبُ ؕ وَ مَنۡ یَّتَوَکَّلۡ عَلَی اللّٰهِ فَهُوَ حَسۡبُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمۡرِهٖ ؕ قَدۡ جَعَلَ اللّٰهُ لِکُلِّ شَیۡءٍ قَدۡرًا

'আর যে কেউ আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার নিষ্কৃতির পথ করে দেবেন। আর তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে রুযী দান করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করবে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট হবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা পূরণ করবেনই। আল্লাহ সবকিছুর জন্য স্থির করেছেন নির্দিষ্ট মাত্রা।'

(সুরা তালাক : আয়াত ২-৩)

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَـكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ

'আর যদি সে জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং পরহেযগারী অবলম্বন (তাকে ভয়) করত, তবে আমি তাদের প্রতি আসমানি ও দুনিয়ার নেয়ামতসমূহ উম্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি তাদের কৃতকর্মের বদলাতে।'

(সুরা আরাফ : আয়াত ৯৬)

সুতরাং শিরক, কুফর ও নেফাক থেকে নিজেদের ঈমানকে হেফাজত করতে হবে। সব হারাম থেকে বেঁচে থাকতে হবে। আল্লাহকে সব বিষয়ে বেশি বেশি ভয় করতে হবে। তবেই আল্লাহ তাআলা ওই বান্দার জন্য আসমানি ও জমিনের সব রিজিকে বরকতের দুয়ার খুলে দেবেন।

৪. আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখার মাধ্যমে বরকত ও কল্যাণ নেমে আসে। এটি অনেক পরীক্ষিত একটি আমল। আত্মীয়-স্বজন তথা মা-বাবা, ভাই-বোন তথা রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা। হাদিসে এসেছে-

হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

'যে ব্যক্তি কামনা করে যে, তার রিজিক বাড়াতে চায় বা প্রশস্ত করতে চায়; তার হায়াত বা আয়ুকে দীর্ঘ করতে সে যেন আত্মীয়-স্বজন, পরিবারের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখে।'

-(বুখারি ও মুসলিম)

৫. বার বার ওমরাহ করা

যারা অভাব কমাতে চায়, গোনাহ কমাতে চায় তাদের জন্য বার বার ওমরাহ করা জরুরি। হাদিসে এসেছে-

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ওমরাহ করে; ওমরাহ তার গোনাহ, তার অভাব অনেক দূরে পাঠিয়ে দেয়।' (তিরমিজি)

৬. বিয়ে করা

রিজিক বাড়ানোর সবচেয়ে কার্যকরী আমল বিয়ে করা। যারা অবিবাহিত তারা নেক নিয়তে বিয়ে করলে মহান আল্লাহ তাদের অভাব দূর করে দেবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

‘তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ন, তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।’

- (সুরা নুর : আয়াত ৩২)

৭. আল্লাহর কাছে বেশি বেশি প্রার্থনা করা

অভাব থেকে মুক্ত থাকতে চাইলে, রিজিকে বরকত পেতে চাইলে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দোয়ার বিকল্প নেই। যে কোনো বিষয়ে মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করার কথা মহান আল্লাহ এভাবে বলেছেন-

وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادۡعُوۡنِیۡۤ اَسۡتَجِبۡ لَكُمۡ ؕ اِنَّ الَّذِیۡنَ یَسۡتَكۡبِرُوۡنَ عَنۡ عِبَادَتِیۡ سَیَدۡخُلُوۡنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِیۡنَ

‘তোমাদের প্রতিপালক বলেন, ‘তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। যারা অহংকারে আমার উপাসনায় বিমুখ, ওরা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।’

- (সুরা গাফির/মুমিনুন : আয়াত ৬০)

৮. অসহায়দের প্রতি সদয় আচরণ ও দান করা

দান ও সদাচরণে রিজিক বাড়ে। রিজিক বাড়াতে চাইলে অসহায়-অভাবিদের প্রতি সদয় আচরণ করা। অভাবিদের প্রতি দয়া করলে আল্লাহ রিজিক বাড়িয়ে দেন। হাদিসে এসেছে-

অসাহয়ের প্রতি দান ও সদাচরণে এ তাগিদ দিয়েছেন প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- ‘দান করার কিছু যদি না থাকে তবে একটি খেজুরের অংশ দিয়ে হলেও দান করার মাধ্যমে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার চেষ্টা কর।’

৯. ইবাদতের জন্য নিজেকে ব্যস্ত রাখা

ইবাদত তথা নামাজে খুব বেশি মনোযোগী হওয়া। নিজে যেমন প্র্যত্যেক ওয়াক্তর নামাজ পড়তে হবে তেমনি পরিবারের লোকদের নামাজ পড়ানো ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা রাখতে হবে। আর তাতে আল্লাহ রিজিক বাড়িয়ে দেবেন বলে এভাবে ঘোষণা করেছেন-

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

'আপনি আপনার পরিবারের লোকদেরকে নামাজের আদেশ দিন এবং নিজেও এর ওপর অবিচল থাকুন। আমি আপনার কাছে কোনো রিজিক চাই না। আমি আপনাকে রিজিক দেই এবং আল্লাহকে ভয় করার পরিণাম শুভ তথা কল্যাণকার।' (সুরা ত্বাহা : আয়াত ১৩২)

১০. যে কোনো কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন খাবার খায় আর যদি বিসমিল্লাহ বলে; তবে শয়তান ওই খাবারে অংশ নিতে পারে না। যেটুকু খাবার আছে তা (পরিমাণে কম হলেও) তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে।

অনুরূপভাবে কেউ যদি ঘরে প্রবেশ করার সময় বিসমিল্লাহ বলে তখনও শয়তান তার সঙ্গে বাসায় ঢুকতে পারে না। এভাবে বান্দা যখন সব কাজ বিসমিল্লাহ বলে শুরু করে, তখন শয়তান সব কাজ থেকে মাহরুম হয়। আর আল্লাহ তাআলা সব কাজেই বরকত দান করেন।

১১. কুরআনের সঙ্গে সম্পর্ক বাড়ানো

কুরআনের সঙ্গে সম্পর্ক বাড়ানো খুবই জরুরি। কুরআন তেলাওয়াত, অধ্যয়ন এবং কুরআন অনুযায়ী জীবন গড়া। যে যতবেশি কুরআনের সঙ্গে সম্পর্ক বাড়াবে তার জন্য ততবেশি বরকত নেমে আসবে।

যে ঘরে কুরআন তেলাওয়াত হবে, কুরআনের চর্চা হবে, কুরআনের ওপর আমল করা হবে, সে ঘরেই নেমে আসবে আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকত ও কল্যাণ। আল্লাহ তাআলা একাধিক আয়াতে বলেন-

< وَهَـذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون >

‘এটি এমন একটি কিতাব, যা আমি অবতীর্ণ করেছি, খুব মঙ্গলময়, অতএব, এর অনুসরণ কর এবং ভয় কর; যাতে তোমরা করুণাপ্রাপ্ত হও।’

- (সুরা আনআম : আয়াত ১৫৫)

وَهَـذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ

‘এ কুরআন এমন কিতাব, যা আমি নাজিল করেছি; বরকতময়, আগের গ্রন্থের সত্যতা প্রমাণকারী এবং যাতে আপনি মক্কাবাসী ও পাশ্ববর্তীদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন। যারা পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করে তারা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তার স্বীয় নামাজ সংরক্ষণ করে।’

- (সুরা আনআম: আয়াত ৯২)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা এ কিতাব (কুরআন) দিয়ে বহু মানুষকে (বরকতের মাধ্যমে) ওপরে ওঠাবেন। আবার বহু মানুষকে নিচে নামাবেন।’(মুসলিম)

অর্থাৎ যা কুরআনুল কারিমে অনুসরণ করবেন, তাদের জন্য এ কিতাব হবে বরকতের কারণ। আর যারা এ থেকে দূরে সরে যাবে তা হবে তাদের জন্য অমঙ্গলজনক হওয়ার কারণ।

১২. সকালবেলা কাজ শুরু করা

দিনের শুরুতে কাজ শুরু করা। যদি কারো অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য একটু বেলা করে হয় তাতে কোনো অসুবিধা নেই। বরং নিজ ঘরের কাজ দিয়ে হলেও সকাল সকাল কাজ শুরু করা। কেননা সকালবেলার কাজে আল্লাহ তাআলা বরকত দান করেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করেছেন-

اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا

হে আল্লাহ! আপনি আমার উম্মতকে সকালবেলা বরকত দান করবেন।

অন্য বর্ণনায় এসেছে- তিনি বলেছেন, আমার উম্মতের জন্য সকালবেলার সময়টাতে বরকত দেয়া হয়েছে।

সুতরাং কেউ যদি সকালের সময়টিতে ঘুমিয়ে থাকে তবে কিভাবে বরকত আসবে। এ কারণেই দিনের শুরুতে মহান আল্লাহর নাম নিয়ে কাজ শুরু করার মাধ্যমে বরকত ও কল্যাণ করা জরুরি।

১৩. আল্লাহর ওপর ভরসা করা

বরকত লাভের অন্যতম চাবি বা আমল হলো আল্লাহর ওপর ভরসা করা। মুমিন যত বেশি আল্লাহর ওপর ভরসা করবে ততবেশি তাকে সাহায্য করবেন। পক্ষান্তরে আল্লাহর প্রতি আস্থা, নির্ভরতা বা ভরসা যতি বেশি কমবে, সে ততবেশি অপমাণিত ও লাঞ্ছিত হবে। হাদিসে এসেছে-

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- ‘আল্লাহর প্রতি যেরকম ভরসা বা আস্থা রাখা দরকার, তোমরা যদি সেই মাপের আস্থা রাখতে পার, তাহলে আল্লাহ তাআলা পাখিকে যেভাবে রিজিক দেন তোমাদেরও সেভাবে রিজিক দেবেন।’

"আল্লাহ তা'আলার কাছে দামী ও মাহবুব বান্দা যে-যিনি ইখলাসের সহিত সকল কাজ করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বেশি থেকে বেশি নেক আমল করে।”

-মুহতারাম মুজিব উস্তাদ (হাফিঃ)

১৪. সালামের ব্যাপক প্রচলন করা

পরিপূর্ণ, সুস্পষ্ট বিশুদ্ধ সালামের ব্যাপক প্রচলন করা বরকত লাভের অন্যতম মাধ্যম। পরিপূণ সালাম হলো-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ

অর্থ : 'আপনার উপর শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।'

এখানে পুরোটাই শান্তি, রহমত ও বরকতের দোয়া। যারা নিয়মিত বেশি বেশি সালামের ব্যাপক প্রচালন করার চেষ্টা করেন। ঠিক সালামের উত্তরদানকারী ব্যক্তিও ঠিক একই দোয়া করেন-

'আপনার ওপরও শান্তি, রহমত ও বরকত নাজিল হোক।'

সুতরাং জীবনে বরকত লাভে সহজ ও প্রচলিত এ আমলগুলোর প্রতি একটু খেয়াল রাখলেই বা যত্নবান হলেই জীবনে নেমে আসবে অবিরত রহমত, বরকত।

"কাউকে সালাম দিলে সম্মানের সাথে সালাম দিবো এবং উত্তম তরিকায় উত্তর দিবো (কুরআন থেকে)।যেমন কেউ যদি বলে আসসালামু আলাইকুম, আমরা বলবো ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহ।

- মুহতারাম মুজিব উস্তায (হাফিঃ)

১৫. আল্লাহর জন্য হিজরত করা

আল্লাহ তাআলা অনেক নেয়ামত দুনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে রেখেছেন, তা অনুসন্ধানে হিজরত বা দেশে-বিদেশ ভ্রমণ করা। আল্লাহ তাআলা দুনিয়াব্যাপী ভ্রমণ তথা রিজিকের তালাশ করা।

উল্লেখিত কাজগুলো যথাযথভাবে আদায় করতে পারলে মহান আল্লাহ বান্দার সব অভাব দূর করে দেবেন। রিজিকে বরকত দেবেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের মুসলিম উম্মাহকে সহজ এ আমলগুলোর মাধ্যমে সময়ের রিজিকে বেশি বেশি বরকত লাভের তাওফিক দান করুন। আমলগুলো নিয়মিত পালন করার তাওফিক দান করুন এবং আমাদের ফিলিস্তিনি ভাই-বোনদেরকে হেফাজত করুন কুফ্ফারদের জুলুম থেকে ।সুম্মা আমিন..।

Reference:

□-কোরআনুল কারীম (Quran-ul-Kareem)

□-হাদীস(Hadith)

□-সীরাহ(Seerah)

□-মনিষীদের উক্তি(Motivational Quotes from Scholars)

□-দৈনিক পত্রিকার প্রতিবেদন (Newspaper Articles)

□-অনলাইন ব্যক্তিগত প্রতিবেদন(Blog articles/journals)

□-**বই**(Books)—-

১.টাইম ম্যানেজমেন্ট (Time management)

-ইসমাইল কামদার(Ismail Kamdar)

২.টাইম ম্যানেজমেন্ট উইথ ইসলাম(Time management with Islam)

-আহমেদ ফারুক(Ahmed Faruk)

৩.প্রোডাক্টিভ মুসলিম (The productive muslim)

-মুহাম্মাদ ফারিস(Muhammad Faris)

৪.সময়ের মূল্য বুঝতেন যারা(Those who understand the value of time)

-শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ.(Sheikh Abdul Fattah Abu Guddah)

৫.সময় কখনো ফিরে আসেনা (Time never comes back)

-শায়খ আব্দুল মালিক আল কাসিম(Sheikh Abdul Malik Al Qasim)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا يَا مَوْلانا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلٰى مُحَمَّدْ، وعلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ أجْمَعِيْن بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ...